বঙ্গ কমলবার্তা

মার্চ সংখ্যা। ২০২৪

ঘরের মেয়েদের গর্জনে কাঁপছে মমতা

মোদীর গ্যারান্টি ঘরের মেয়ের সুরক্ষা

আরও একবার
মোদী সরকার

নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে
ঘরের মেয়েদের মুক্তির আকাশ

লোক ঠকাবো না আমি: সজল ঘোষ

২৪ সালেই চলে যাবে তৃণমূলঃ পুলক নারায়ণ ধর

বিকশিত বাংলা
বাংলায় মোদীর গ্যারান্টি

প্রশ্নোত্তরে সিএএ

বসিরহাটে দেগঙ্গা গণহত্যার খলনায়ক

সন্দেশখালির মাতৃশক্তির মুখোমুখি

ভুটানের সর্ব্বোচ্চ নাগরিক সম্মান, 'অর্ডার অব দ্য ড্রুক গ্যালপো'য় সম্মানিত হওয়ার মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর।

অন্ধ্রপ্রদেশের পালনাড়ু-তে প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশে জনতার বাঁধভাঙা স্রোত।

তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে নরেন্দ্র মোদীর প্রতি জনতার এই সমর্থন পরিষ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে লোকসভা নির্বাচনে তামিলনাড়ুর ফলাফল।

কেরালার পালাক্কাদে এনডিএ জোটের নেতা নরেন্দ্র মোদীর প্রতি জনতার অপার সমর্থন।

তেলেঙ্গানার মালকাজগিরিতে প্রধানমন্ত্রীর রোডশো-তে মানুষের উচ্ছ্বাস।

বঙ্গ
কমলবার্তা

মার্চ সংখ্যা। ২০২৪

বিকশিত বাংলা মোদীর ভারত ৪
সৌভিক দত্ত

দেগঙ্গা গণহত্যায় খলনায়ক এবার বসিরহাটে মাতৃশক্তির মুখোমুখি ৮
অভিরুপ ঘোষ

প্রশ্নোত্তরে সিএএ ১০

সচিত্র হীরক রানির কুকীর্তি (পর্ব-৪) ১৪

ছবিতে খবর ১৬

ভারতের মেয়েরা পেয়েছে মুক্তির আকাশ ২২
সাহানা মুখোপাধ্যায়

সাক্ষাৎকার: সজল ঘোষ ২৬

সাক্ষাৎকার: ডঃ সুদীপ দাস ২৮

সাক্ষাৎকার: অধ্যাপক পুলক নারায়ণ ধর ৩০

ফেক নিউজ ৩২

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

সেনাপতি। খড়ের না তালপাতার জানা নেই। তবে নাম তাঁর পটলা। সেনাপতি পটলা। আর নিরলস মমতায় তিনি আদরের পোঁটলা। তো এমন পোঁটলা, হীরক রানির রাজ্যে গুনে শেষ করা যাবেনা। তাঁদের মধ্যে কেউ সেনাপতি, কেউ মন্ত্রী, কেউবা রানির বহুমূল্য চটি চাটা দালাল বুদ্ধিজীবী। কুবুদ্ধির এই রানি অশিক্ষিত এবং লজ্জাহীন। তাই তিনি শিক্ষিত মানুষের বদলে রাজ্য চালান দম দেওয়া পোঁটলা পুতুল দিয়ে। পুতুলের প্রোগ্রামিং-এর ভাষা জিহাদি, যার সঙ্গে রাজধর্ম এবং বাংলার সংস্কৃতির কোনও সম্পর্ক নেই। বাংলায় বহিরাগত এই নির্বোধ জিহাদি পোঁটলারা কথায় কথায় হুমকি দেয়, চ্যালেঞ্জ করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এবং দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও। কিন্তু সন্দেশখালির রেখা পাত্রেরা পাল্টা চ্যালেঞ্জ করলে, ঝাঁটা হাতে রুখে দাঁড়ালে বুলি-বাতেলা সর্বস্ব পোঁটলা সেনাপতির হাফপ্যান্ট খুলে যায় আর মাথামোটা শাহজাহানকে পোঁটলায় পুরে গর্তে ঢোকে ডাকাত রানি। হিম্মত হয় না সন্দেশখালিতে গিয়ে মানুষের মুখোমুখি দাঁড়াতে, যেখানে ডাকাত রানির পোষা গুণ্ডারা আদিবাসী মানুষের জমি কেড়ে নিয়ে জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে জমির চরিত্র বদল করে ভেড়ি বানানোর চেষ্টা করেছে তৃণমূলের কিছু কেষ্টবিষ্টুদের কালো টাকা সাদা করার জন্য আর দিনের পর দিন মা-বোনেদের তুলে নিয়ে ধর্ষণ করেছে হীরক রাজ্যের পোঁটলারা। এনিয়ে নির্বোধ সেনাপতি এবং কুবুদ্ধির রানি রা না কাড়লেও প্রশ্ন তুলেছে, কেন সন্দেশখালির প্রতিবাদী রেখা পাত্রেরা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর টাকা নিয়েছে! 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর টাকা রানির ভাণ্ডার বা পোঁটলা সেনাপতির কাটমানি থেকে আসেনা। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর টাকা কারও পিতৃপুরুষের টাকা নয়। ওটা মানুষের দেওয়া খাজনার টাকা। সংবিধান অনুযায়ী সেই টাকায় সবার অধিকার আছে। ডাকাত রানির 'যাত্রা-পার্টি'-র সমর্থকরাও পাবে, আবার প্রতিবাদী বা অন্য পার্টির সমর্থক,সদস্য বা প্রার্থীরাও পেতে পারে। এটা সাংবিধানিক অধিকার। হাফপ্যান্ট পরা পোঁটলা সেনাপতি আর ডাকাত রানির সস্তা যাত্রাপালায় তো সংবিধান বদলে যাবেনা রে বাবা! হকের টাকা দাবী করছে মানুষ, তাঁরা তো কয়লা, বালি, গরু, চাল চুরির ২০ শতাংশ কাটমানি চাইছে না। কেন সন্দেশখালির প্রতিবাদী মহিলাদের ' লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বন্ধ হবে? বাংলায় কি হীরক রানির জমিদারি চলে নাকি? প্রবল ঝড়ে লণ্ডভণ্ড ময়নাগুড়ি, ধুপগুড়ি। বহু বাড়ি পড়ে গেছে। সবই টিনের চাল। কেন? কার পেটে গেছে আবাস যোজনার টাকা? ২৩১.৮৬ কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় এসেছে শুধুমাত্র জলপাইগুড়ির জন্য। পাকা বাড়ি বানানোর টাকা পায়নি কেন মানুষ? কোটি কোটি টাকা খরচা করে হীরক রানির পরিবারের বিয়ের আসর বসে উত্তরবঙ্গে আর আবাস যোজনার টাকা নিয়ে ছেলেখেলা হচ্ছে? কোন লজ্জায় হিসাব না দিয়ে কেন্দ্রের কাছে ১০০ দিনের কাজ আর আবাস যোজনার টাকা দাবী করে দফতরবিহীন হাফ প্যান্ট সেনাপতি? বাতেলা নয় পোঁটলা, জবাব চাইছে বাংলা - ড্রাগ পাচারে অভিযুক্ত তৃণমূল ঘনিষ্ঠ শরিফুল আলি মোল্লা কোথায়? ২০০ কোটি টাকার সেই ড্রাগ কারবারের কথা সাংবাদিক সম্মেলনে ফাঁস করে দিয়েছিল বলে, হীরক রানির স্নেহের শাহজাহান ১০ কোটি টাকার মানহানি মামলা করেছিল রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-এর বিরুদ্ধে। শাহজাহান এখন জেলে। শরিফুল কোথায়? শরিফুলের মাথায় প্রশ্রয়ের হাত কার? এর জবাব দিতে হবে হীরক রানি আর তাঁর মমতায় বেড়ে ওঠা পোঁটলা সেনাপতিকে, বাংলার প্রতিটি লোকসভায়।

জয় হিন্দ।

বিকশিত বাংলা মোদীর গ্যারান্টি

তৃণমূলের গ্যারান্টি দুর্নীতি আর লুঠ

সৌভিক দত্ত

বিকশিত বাংলা গড়তে, এখনও অবধি নরেন্দ্র মোদী সরকার এ রাজ্যে কত টাকা পাঠিয়েছে আর তৃণমূল সরকারের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা ঠিক কত টাকা হজম করে ফেলেছে, তার যদি একটা হিসাব হয় তাহলে নাকি মুখ লুকানোর জন্য গর্ত খুঁড়তে হবে বাংলা থেকে দুবাই পর্যন্ত। কিন্তু ভোট দিতে যাওয়ার আগে বাংলার প্রতিটি নাগরিকের জানা উচিত, তাঁদের জন্য মোদী সরকার ঠিক কত টাকা কি খাতে পাঠিয়েছে, তৃণমূল সরকারের কাছে। তারপর তাঁরাই ঠিক করবেন তাঁরা কাকে ভরসা করবেন – ভারতীয় জনতা পার্টি নাকি তৃণমূলের 'যাত্রা পার্টি'।

উদ্বোধন হয়ে গেল কলকাতা থেকে হাওড়া মেট্রোর। নরেন্দ্র মোদীর হাতেই জুড়ে গেলো পূর্বভারতের এই দুই ঐতিহাসিক শহর! পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, সারা ভারতের মধ্যে এটাই হল নদীর তলদেশ দিয়ে বানানো প্রথম মেট্রোপথ। সহজ হয়ে গেল মানুষের যাতায়াত। এর আগে যে পথে কম করেও এক ঘন্টা লেগে যেত, মেট্রোর সৌজন্যে সেই পথ মাত্র ৬-৭ মিনিটেই পাড়ি যাওয়া যাবে বর্তমানে। নতুন ভারতের কাছে প্রতিটা মুহূর্ত মূল্যবান। নষ্ট করার জন্যে হাতে নেই একটা মিনিটও। আর সেই গুরুত্বপুর্ণ সময়কেই আরও সহজলভ্য করে দিলো মোদী সরকারের মেট্রো রেল প্রকল্প।

মেট্রো রুটের উদ্বোধনের দিন উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী। উদ্বোধন করার পরে সেই মেট্রোয় নিজে চড়েন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সঙ্গে ছিলেন সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারী। গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রোয় চড়ার সময় পড়ুয়াদের সঙ্গে আড্ডাতেও মাতেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সাথে কথা হয় মেট্রো কর্মচারীদেরও।

তবে শুধু হাওড়া ময়দান - ধর্মতলা মেট্রো রুটই নয়, প্রধানমন্ত্রী এইদিন আরও দুটি মেট্রো প্রকল্পের সূচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হল, নিউ গড়িয়া থেকে রুবি পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইন মেট্রো রুট। আরেকটি হল জোকা-তারাতলা পার্পল লাইন। যে রুটে ইতিমধ্যেই মেট্রো পরিষেবা চালু হয়েছে। তারাতলা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত সম্প্রসারিত অংশেরও সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলা একসময় ছিলো সারা ভারতের সবথেকে গুরুত্বপুর্ণ প্রদেশ। অন্য প্রদেশের মানুষেরা মুখিয়ে থাকত এই প্রদেশে আসার জন্যে, কারণ এখানে

অর্থনীতি এতটাই উন্নত ছিল যে এখানে আসতে পারলে চাকরি নিশ্চিত ছিলো। সোনা ফলত এই প্রদেশের মাটিতে। কিন্তু পরবর্তীতে দীর্ঘমেয়াদি অপশাসন - তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালি বিদ্বেষ - রাজ্যে বাম সরকারের ভ্রান্ত অর্থনৈতিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও অবশেষে বর্তমানের কাটমানিরাজ একেবারে ছিবড়ে করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে। আজ এই রাজ্য ভারতের অন্যতম পিছিয়ে পড়া রাজ্য বললেও ন্যূনতম অত্যুক্তি হয় না। বাঙালি আজ বাংলা থেকে পালিয়ে গুজরাট - মহারাষ্ট্র - দক্ষিন ভারত এমনকি উড়িষ্যা - বিহারে পর্যন্ত চলে যাচ্ছে কাজের খোঁজে। না আছে কাজ আর না আছে নিরাপত্তা। আক্ষরিক অর্থেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে আছে বাঙালি সমাজ।

এই অবস্থায় কেন্দ্রের মোদী সরকার নিজেদের যথাসাধ্য উজাড় করে দিচ্ছে বাঙালির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে। যে প্রচেষ্টা এই রাজ্যের জন্যে এই কেন্দ্র সরকার করছে, অন্য কোনো কেন্দ্র সরকার তো অনেক দূরের কথা, কোনো রাজ্য সরকারও এতটা করেছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ অছে। মেট্রো রুট কেন্দ্রের সেই প্রচেষ্টাগুলোর অতি সামান্য একটা অংশ মাত্র।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় গ্রামোন্নয়নের জন্যে ৯৩ হাজার কোটি টাকারও বেশী মঞ্জুর করেছে কেন্দ্র সরকার। বিগত ১০ বছরের মধ্যে ৬ বছরে এই খাতে সর্বোচ্চ টাকা দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে। একইসাথে পিএম কিষাণ যোজনায় ৮.৪৯ হাজার কোটি টাকা, পিএম মুদ্রা যোজনায় ২.৩৭ লক্ষ কোটি টাকা আর আদিবাসী যোজনায় ৮৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। অঙ্গনওয়ারি পরিষেবায় মঞ্জুর করা হয়েছে ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশী। বাংলার মানুষ যাতে আরো বেশী দক্ষ হয়ে ওঠে সেই লক্ষ্যে পিএম কৌশল বিকাশ যোজনা ও জনশিক্ষা সংস্থানের আওতায় ৬.৭৪ লক্ষ প্রার্থীকে দক্ষ করে তোলা হয়েছে। বৃত্তি পাচ্ছে ৬৯ লক্ষ তফশিলি পড়ুয়া।

গ্রাম বাংলা যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তার জন্য স্বচ্ছ ভারত মিশনে (গ্রামীন) ২ হাজার কোটি টাকারও বেশি দেওয়া হয়েছে। শহরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতে অনুমোদন এসেছে ৪.৮৯ লক্ষ পাকা বাড়ির, যেখানে অসংখ্য দরিদ্র বাঙালি পরিবার পাকা বাড়িতে নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকতে পারবে। ১৪ লক্ষেরও বেশী সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে বাঙালি ঘরের মেয়েদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেওয়ার জন্যে।

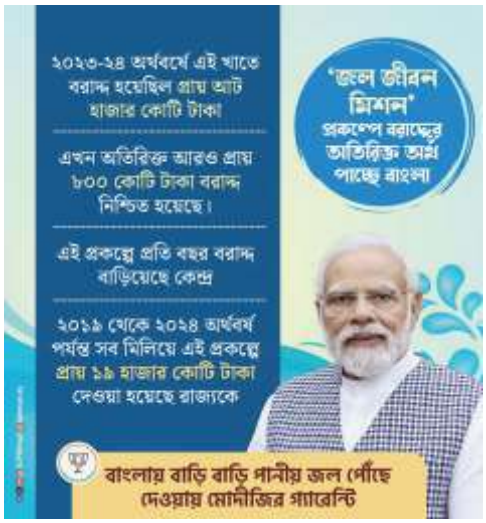

রাজ্য সরকারকে কেন্দ্র দিয়েছে ৫.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা। খাদ্যে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে ৮০ হাজার কোটি টাকা। সারে দেওয়া হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি। এর ফলে উপকৃত হচ্ছেন বাংলার সাধারণ মানুষ। শুধু জনসম্পদ উন্নয়নই নয়, পশ্চিমবঙ্গের পরিকাঠামো উন্নয়নেও প্রচেষ্টা চালাচ্ছে মোদী সরকার। পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় অংশ ভুক্তভোগী পানীয় জলের সমস্যায়। তাই বাঙালিদের ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জল জীবন মিশনে মঞ্জুর হয়েছে ১৯ হাজার কোটি টাকারও বেশী। স্বাস্থ্যখাতে খরচ হয়েছে ১২ হাজার কোটির বেশী আর সড়ক পথের উন্নয়নের জন্যে বরাদ্দ ছাড়িয়েছে ১৫ হাজার কোটি। পশ্চিমবঙ্গে রেলের উন্নয়নের জন্যে দেওয়া হয়েছে ১৯ হাজার কোটি টাকার উপরে। যদিও অন্য রাজ্যগুলোর তুলনায় সড়ক আর রেল এর উন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গে চলছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। আর এর প্রধান কারণ হল রাজ্য সরকারের অসহযোগিতা। রাজ্য সরকারের সাহায্য ছাড়া কেন্দ্রের পক্ষে কখনোই সম্ভব না এইসব প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা। আর রাজ্যের সাহায্য এখনো পর্যন্ত অনেক অনেক দূরের বিষয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মন্থর হয়ে যাচ্ছে সড়ক ও রেল যোগাযোগ।

বাঙালি একসময় ছিলো চাঁদ সওদাগরদের জাতি। স্বাধীনতার পরেও কিছুদিন এই রাজ্যের বন্দরের গুরুত্ব ছিলো আক্ষরিক অর্থেই আন্তর্জাতিক মানের। কিন্তু তারপর থেকে তা ক্রমান্বয়ে কমে চলেছে। বর্তমানে এই রাজ্যের জলপথ ও বন্দরগুলি রুগ্নাবস্থায় কাটাচ্ছে। বহু নদী আজ মজে যাওয়ার পথে।

নিয়মিত পরিচর্যার অভাবে কার্যক্ষমতা হারাচ্ছে বন্দরও। রাজ্যে জলপথে বানিজ্যের সুদিন ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে মোদী সরকার দিয়েছে ১৬ হাজার কোটি টাকার বেশী। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত রাষ্ট্রায়ত্ব প্রকল্পগুলিতে চলছে ২৪ হাজার কোটি টাকার বেশী প্রকল্প। কিন্তু এখানেও সেই একই গল্প, সিআরজেড ২০১৯ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্য উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান আপডেট করেনি। তাই এখানেও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে উন্নয়নপ্রকল্প।

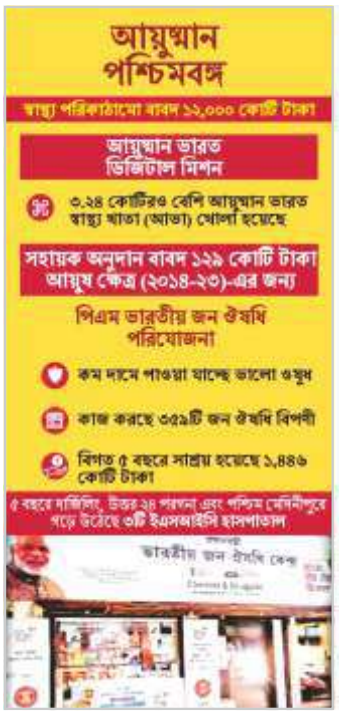

বস্তুত শুধু এইসব ক্ষেত্রে না, বিরোধিতা আর অসহযোগ এসেছে প্রতিটা ক্ষেত্রে। কেন্দ্রের নির্দেশিকা মানেনি রাজ্য সরকার। যা মেনে চললে দুর্নীতি অনেক কমে যেত আর যোগ্য প্রাপকরাও যথোপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পেত। রাজ্য সরকার অকর্মণ্যতাও কম দেখায়নি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এ অযোগ্য বাড়িগুলোর জন্যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যোগ্য প্রাপকরা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের প্রাপ্য পায়নি রাজনৈতিক কারণে। সংবাদপত্রে পর্যন্ত যায়গা করে নিয়েছে এই অনিয়ম আর দুর্নীতি। একইভাবে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পতেও এসেছে বিভিন্ন দুর্নীতি। নেওয়া হয়নি ভুয়ো কাজের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা। জেলা উজ্জ্বলা কমিটি গঠনে হয়েছে বিলম্ব। পোষন অভিযানে সদ্ব্যবহার সংশাপত্র প্রদানেও হয়েছে ব্যর্থতা।

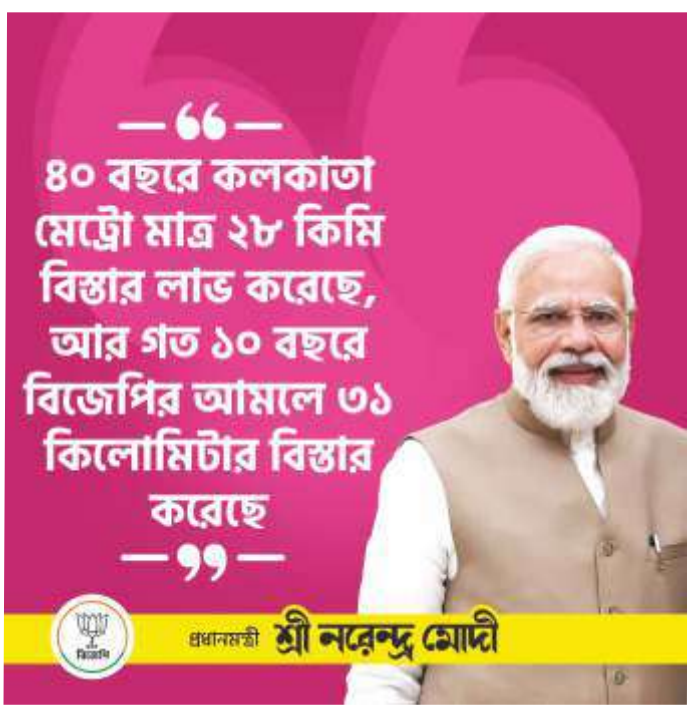

আর এর বাইরেও আছে কেন্দ্রীয় সাহায্য গ্রহণে রাজ্য সরকারের অনীহা। যার ফলে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। অন্য রাজ্যের মানুষেরা সমস্ত কেন্দ্রীয় সুবিধা পেয়ে লাভবান হলেও সেই সৌভাগ্য থাকছেনা বাঙালির! যেমন উদাহরণ দেওয়া যায় আয়ুষ্মান ভারত যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (PMJAY) নামেও পরিচিত তা রূপায়ণ করা হচ্ছে না। এটি সঠিকভাবে রূপায়িত হলে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পরা অনেক মানুষের চিকিৎসা নিয়ে দুশ্চিন্তা কমত। খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পেও কোনো প্রস্তাব পাঠানো হয়নি রাজ্য থেকে। তবে সবথেকে বেশি অবিচার সম্ভবত হয়েছে মহিলাদের উপরেই। তাঁদের জন্য করা কেন্দ্র সরকারের একাধিক প্রকল্প গ্রহণই করেনি রাজ্য সরকার। মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্যে হাব গড়ে তোলা, মহিলা হেল্প লাইন, সখী নিবাস আর বেটি বাচাও-বেটি বাড়াও এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছে তথাকথিত মা-মাটি-মানুষের সরকার! অবশ্য যে রাজ্যে সন্দেশখালি ঘটে সেখানে এর বেশী আর কিইবা আশা করা যায়।

যে কোনও শুভ কাজে বাধাবিপত্তি আসেই। ইতিহাসের এটাই চিরকালীন নিয়ম। বিশেষত যেখানে ভাতার রাজনীতি চলে সেখানে মানবসম্পদের মানোন্নয়নের প্রকল্পে বাধা তো আসবেই। মানুষ যদি নিজেদের পায়ে নিজেরাই দাঁড়াতে পারে তাহলে কাটমানি যোগাড় করে দেবে কারা? সিভিক হবে কারা? পাড়ায় পাড়ায় কাউন্সিলার আর পঞ্চায়েত সদস্যদের সাথে সাথে বাধ্য পোষ্যের মতো ঘুরবে কারা? তাই মানুষকে দুর্দশার মধ্যে রাখাটা যে বড্ড জরুরি, আদর্শহীন রাজনৈতিক দলগুলির কাছে। তবুও আশা করাই যায় যে এই দুর্দিন একসময় কাটবে। ভোটবাক্সে জবাব দেবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। অপেক্ষায় বাংলা। মানুষের জবাবেই ডাবল ইঞ্জিন সরকার এখানেও প্রতিষ্ঠিত হবে আর আবারও সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ! আমাদের কাজ শুধু পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি বুথে বুথে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া বাংলা নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারের স্বপ্ন, কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলিকে।

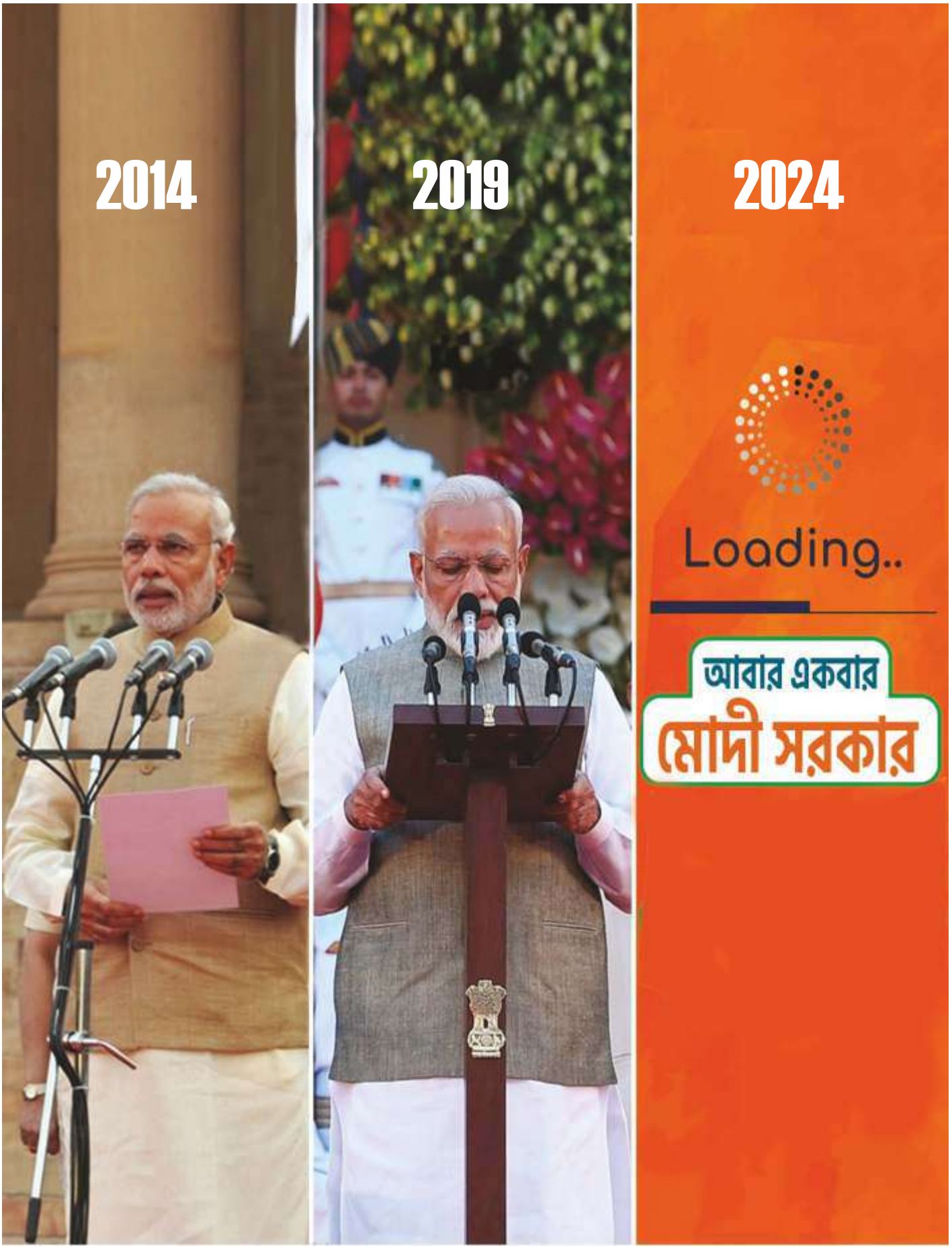
2014
2019
2024
Loading..
আবার একবার
মোদী সরকার

দেগঙ্গা গণহত্যার খলনায়ক
এবার বসিরহাটে মাতৃশক্তির মুখোমুখি

অভিরূপ ঘোষ

বসিরহাট লোকসভায় পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়া তৃণমূলের শেষ ভরসা এবার এক কুখ্যাত দাঙ্গাবাজ – হাজি নুরুল ইসলাম। আর দক্ষিণ মালদায় তৃণমূলের ভরসা জামাতি শাহনওয়াজ আলি রহমান। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া তৃণমূল বুঝতে পারছে, সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হবেই। মুখ থুবড়ে পড়বে সংখ্যালঘু মা-বোনদের নিয়ে মমতার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। বাধ্য হয়ে তৃণমূল হাত ধরেছে দাঙ্গাবাজ জামাতিদের এবং মুখোমুখি সন্দেশখালির নারীশক্তি রেখা পাত্রের। খেলা হবে? নাকি খেলার আগেই খেলা শেষ?

শেষ পর্যন্ত রুপোলি পর্দার নায়িকা নুসরত জাহানের উপর ভরসা রাখতে পারল না তৃণমূল কংগ্রেস। না পারাটাই স্বাভাবিক অবশ্য। সন্দেশখালিতে যখন শেখ শাহজাহানের নেতৃত্বে অমানুষিক অত্যাচার নেমে আসছে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর, তখন নায়িকা নুসরত ইনস্টাগ্রামে চটুল রিল বানাতে ব্যস্ত। মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপ এলাকায় যখন অত্যাচার, নিপীড়ন এবং ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন এলাকার মহিলারা, তখন সাংসদ ব্যস্ত ফটোশুটে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একের পর এক জমি যখন দখল করে নিচ্ছে শাহজাহানের গুন্ডাবাহিনী তখন সাংসদ নুসরত চোখ বন্ধ করে মুখ্যমন্ত্রীর পদলেহনে ব্যস্ত। আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই সাংসদ পার্কস্টিট কান্ডের মূল অভিযুক্তের বিশেষ বান্ধবী রূপে পরিচিত ছিলেন দীর্ঘদিন। অবশ্য এসব জেনেই তাঁকে টিকিট দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। জিতিয়েও ছিলেন। কিন্তু তারপর আর সাংসদের মুখ দেখা যায়নি এলাকায়।

হাজি নুরুল ইসলাম, বসিরহাট কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক, এসবের জন্যই আর টিকিট পেলেন না নায়িকা নুসরত। হ্যাঁ, টিকিট না পাওয়ার জন্য এগুলি যথেষ্ট কারণ। কিন্তু এগুলোর সবই তো তৃণমূলের সব বিধায়ক সাংসদদের ক্ষেত্রে খাটে। তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি হতে গেলে মানুষের কাছে পৌঁছনো নয় মানুষের ন্যায্য অধিকার লুটে নেওয়ার ক্ষমতা থাকাটা জরুরী। এবং তৃণমূলের সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের সেটা আছে। সারা বছর তোলাবাজি এবং ভোটের সময় বোমাবাজি করে তাদের সময় কাটে। তাহলে প্রশ্ন হলো বাকি অনেকেই টিকিট পেলেও নুসরাত জাহান পেলেন না কেন! উত্তরটা আপাত দৃষ্টিতে যতটা সহজ, বাস্তবে ঠিক ততটাই কঠিন এবং ভয়ংকর।

বসিরহাট লোকসভা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা। সংখ্যালঘু মুসলিম ভাই বোনদের দুধেল গাইয়ের সাথে তুলনা করা মমতা ব্যানার্জি ভেবে নিয়েছেন সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে শুধু তাঁর এবং তাঁরই অধিকার আছে। কিন্তু সন্দেশখালি পরবর্তী সময়ে সনাতনী ঐক্য এবং মুসলিম ভাইবোনদের একটা অংশের সচেতনতা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জিকে। তাঁরা বুঝতে পারছেন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হলে

শাহনওয়াজ আলি রহমান, দক্ষিণ মালদায় তৃণমূল প্রার্থী।

বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে জয় নিশ্চিতভাবে অধরা থেকে যাবে। তাই তাঁরা এবার অবলম্বন করেছেন এক ভয়ংকর এবং রক্তক্ষয়ী পথকে। সেই কারণেই বসিরহাটে এবার তৃণমূলের প্রার্থী দেগঙ্গা দাঙ্গার মাস্টারমাইন্ড হাজী নুরুল ইসলাম। আজ থেকে পনেরো বছর আগে যখন হাজী নুরুল ইসলাম সাংসদ হয়েছিলেন মূলত তখন থেকেই দেশ বিরোধীতা এবং হিন্দু নিধনের বিষাক্ত বীজ বপন শুরু হয়ে গিয়েছিল বসিরহাটের মাটিতে। দেগঙ্গা তারই ফলশ্রুতি।

দেগঙ্গার চট্টোলপল্লী গ্রাম। স্বয়ং রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই গ্রামের। এই গ্রামেই পাশাপাশি রয়েছে হিন্দুদের একটি দুর্গাপূজার স্থান এবং মুসলিমদের একটি কবরস্থান। স্থানীয়দের বক্তব্য কবরস্থানের এলাকাটি

বিতর্কিত এবং দখল করা। কবরস্থান এবং দূর্গা মন্ডপের মাঝের রাস্তাটা দূর্গা মন্ডপ যাওয়ার একমাত্র পথ কিন্তু ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেই রাস্তাটা পাঁচিল তুলে দিতে চায় মুসলিমরা। যেহেতু ওই রাস্তায় পাঁচিল তুলে দিলে দুর্গাপূজা করা কঠিন হয়ে যাবে তাই হিন্দুরা বাধা দেয়। সমস্যা না মিটলে হিন্দুরা কাছেই অবস্থিত থানায় খবর দেয় এবং পুলিশ এসে সাময়িকভাবে সমস্যার সমাধান করে যায়। কিন্তু পুলিশ ফিরে যেতেই শুরু হয় আক্রমণ। মুহূর্তের মধ্যে আক্রমণ ছড়িয়ে যায় গোটা এলাকায়। দশ-বারো-চোদ্দ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে চলে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ থেকে সম্পত্তি নষ্ট। শুধুমাত্র কার্তিকপুর বাজারেই ২০০ দোকান লুটপাট করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আক্রমণ নেমে আসে হিন্দুদের মন্দিরগুলোর উপরেও। কার্তিকপুরের একটি এবং দেগঙ্গার বিপ্লবী কলোনির একটি মন্দির ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয় খুব দ্রুত। ওই এলাকারই নীলাঞ্জন সরকার জানান, উনি নিজে দেখেছেন সাংসদ নুরুল ইসলামকে দাঙ্গায় নেতৃত্ব দিতে। ওনার এবং স্থানীয় হিন্দুদের প্রায় সকলের অভিযোগ বেলিয়াঘাটা এবং বসিরহাট থেকে ট্রাকে করে নিজেদের লোক নিয়ে এসে হাজি নুরুল ইসলাম কালী মন্দির, শনি মন্দির এবং দুর্গামণ্ডপে ভাঙচুর করে। এলাকায় পুলিশ এবং র‍্যাফ মোতায়েন থাকলেও তারা বিশেষ কিছু করতে পারেনি। দেগঙ্গা থানারই ওসি অরূপ ঘোষের মাথায় গুরুতর চোট লাগে। পরবর্তীতে আধাসেনা নামিয়ে পরিস্থিতি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সন্দেশখালির রেখা পাত্র, তৃণমূলের সন্ত্রাস যার সামনে থমকে দাঁড়ায়। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী।

তৃণমূল-বাম আমল তথা শেষ কয়েক দশকের মধ্যে হিন্দু জাগরণের সবথেকে বড় উদাহরণ সম্ভবত দেগঙ্গা পরবর্তী প্রতিবাদ। বারাসাত থেকে কলকাতা বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ দেখিয়েছিল হিন্দুরা। শুধু দেগঙ্গা থানা এলাকায় প্রায় ২৫ টা দুর্গাপূজা কমিটি সম্মিলিতভাবে ঠিক করেছিল সে বছর দুর্গাপুজো করা হবে না। বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনগুলো এগিয়ে এসেছিল প্রত্যক্ষভাবে। সরকার এবং মৌলবাদীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দেগঙ্গা স্থান পেয়েছিল ইতিহাসের পাতায়।

যেমনটা পেয়েছে এই বসিরহাটেরই সন্দেশখালি।

মমতা ব্যানার্জি বুঝতে পেরেছেন তাঁর পায়ের তলার মাটি ক্রমশ সরে যাচ্ছে। বসিরহাট লোকসভায় সেই আগের মত অবস্থায় আর নেই তৃণমূল। সন্দেশখালির মহিলাদের আন্দোলন টলিয়ে দিয়েছে মমতার ভীত। দিনের আলোর মত পরিস্কার এখন, শেখ শাহজাহানরা যখন দিনের পর দিন সন্দেশখালির দলিত-গরীব মহিলাদের উপর অত্যাচার করেছে তখন মমতা চুপ করে থেকেছে। কারণ একটাই, মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক। সভাবতই বসিরহাট লোকসভায় ভারত বিরোধী জামাত সমর্থিত এক দাঙ্গাকারীই ভরসা তৃণমূলের। যদিও 'এক' বলা ভুল। প্রায় এরকমই পোর্টফোলিওর আরও একজনকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল, দক্ষিণ মালদায়। শাহনওয়াজ আলি রহমান। ইনি আবার তথাকিথত শিক্ষিত ভারত বিরোধী জামাতি। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ায় পড়াশোনা করার সময় যিনি ছিলেন ভারত বিরোধী সংগঠন জামাত-ই-ইসলামী হিন্দের ছাত্র সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক। সূত্রের খবর, কলকাতায় এক দৈনিক সংবাদপত্রেও তিনি কাজ করেছেন। তাঁর সম্পাদক নাকি ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায়। সেই সময় কর্মসূত্রে বিভিন্ন কথাবার্তঅ হলেও সুমনবাবু ধরতে পারেননি শাহনওয়াজের আসল চরিত্র। সমাজ মাধ্যেমে সুমনবাবুর দাবি, হটাৎই একদিন রহস্যজনকভাবে হাওয়া হয়ে যায় শাহনওয়াজ। পরে জানা যায় সে নাকি লন্ডনে চলে গেছে পড়াশুনা করতে। সিএএ ইস্যুতে ইংল্যান্ডে ভারত বিরোধী বিষ ছড়ানোর চেষ্টাও করেছিলেন তিনি। লন্ডনে থাকাকালীন সেদেশে এবং ভারতে বেশ কিছু সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ, যাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ এবং ভারত বিরোধী মদতের প্রত্যক্ষ অভিযোগ নিয়ে তদন্ত চলছে।

হাজী নুরুল ইসলাম বা শাহনওয়াজ আলী রহমানরাই তৃণমূলের সম্পদ। দাঙ্গা লাগিয়ে, সন্ত্রাস ছড়িয়ে বা ভোট লুট করে ক্ষমতা দখলের অস্ত্র হিসাবেই এদেরকে দাঁড় করানো হয়েছে নির্বাচনে। তবে মানুষ এখন সচেতন। নিশ্চিতভাবে এই অন্যায় তথা মৌলবাদের বিরোধিতায় ইভিএমের বোতাম টিপবেন তাঁরা।

প্রশ্নোত্তরে সিএএ

জবাব দিন শরণার্থী বিরোধী মিথ্যা প্রচারের

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নোটিশ জারি হতেই ভয় দেখাতে শুরু করেছেন মমতা ব্যানার্জি। সঙ্গে দোসর বামপন্থীরা। মুসলমান এবং হিন্দু, দুই সম্প্রদায়কেই ভয় দেখাচ্ছে এবং বিভেদ তৈরি করতে চাইছে মমতা ব্যানার্জি। এটা উনি আধার কার্ডে নাম নথিভুক্ত করানোর সময়ও করেছিলেন। একেবারেই মিথ্যা কথা বলছেন, তাই নাটক করতে হচ্ছে। কিন্তু আসলে কী, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন? সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষের জন্য রইল বঙ্গ কমলবার্তার একটি বিশেষ প্রতিবেদন।

● **সিএএ বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে কি কারো নাগরিকত্ব চলে যাওয়ার কোনও রকম সম্ভাবনা আছে?**

না। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে কারোর নাগরিকত্ব যাওয়ার কোনো রকম সম্ভাবনা নেই। সিএএ নাগরিকত্ব দেবার আইন, নাগরিকত্ব কেড়ে নেবার নয়।

● **তাহলে কি ভারতীয় মুসলিমদের ভয় পাওয়ার একটুও কোনো কারণ আছে?**

একদমই নেই। সিএএর ফলে শুধু মুসলিম নয়, ভারতের বর্তমান নাগরিক কারোরই নাগরিকত্ব যাবার কোনো রকম সম্ভাবনা নেই।

● **বলা হচ্ছে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে যে সমস্ত বৌদ্ধ, হিন্দু, পার্সি ,জৈন বা খ্রিস্টানরা ভারতে এসেছিলেন তাঁরা সকলে নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার রাখেন। এটা কি সত্যি?**

১০০% সত্যি। প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে ২০১৪ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের আগে ভারতে আসা প্রত্যেক বৌদ্ধ, হিন্দু, পার্সি, জৈন এবং খ্রিস্টান ভারতের নাগরিকত্ব পাবার দাবিদার।

● **নাগরিকত্ব পাবার জন্য ঠিক কি কি ডকুমেন্ট লাগবে?**

পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা আফগানিস্তানের থাকার যে কোনরকম প্রমাণ পত্র

এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে। সে দেশের জন্ম সার্টিফিকেট, যে কোনো রকমের স্কুল সার্টিফিকেট, জমির কোনরকম দলিল বা ভাড়া থাকার প্রমাণ বা সে দেশের সরকার প্রদত্ত যেকোনও রকমের সরকারি নথি ব্যবহার করার সুবিধা থাকছে।

● কিন্তু যারা ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে প্রতিবেশী দেশ ছেড়ে ভারতে আসতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁদের পক্ষে নথি বয়ে আনা সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে কি নাগরিকত্ব পাওয়া যাবে না?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহল। যাদের কাছে প্রতিবেশীর দেশ সম্পর্কিত কোনো রকম নথি নেই তাঁরাও হলফনামা দিয়ে এবং/বা তাঁকে চেনেন ও জানেন এরকম অন্তত দুজন ভারতীয় নাগরিকের লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে হলফনামায় তাঁকে স্বীকার করতে হবে তিনি প্রতিবেশী দেশে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন।

● নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন এবং খ্রিস্টানদের সিটিজেনশিপ দেবার জন্য তৈরি। তাহলে কি প্রতিবেশী দেশের কোন মুসলিম, ভারতের নাগরিকত্ব পেতে পারে না?

অবশ্যই পারবেন। ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার বেশ কয়েকটি বিধি আছে। সেই অনুযায়ী তাঁরা নাগরিকত্বের আবেদন করতে এবং তা পেতে পারেন। যেমন প্রতিবেশী দেশের বিখ্যাত গায়ক আদনান শামী ভারতের নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে। এটি একটি পদ্ধতি।

এরকম আর অন্তত তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশের মুসলিমরা ভারতের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতেই পারে। এছাড়া ২০১৪ সালে ইন্দো-বাংলাদেশ বর্ডারে ছিটমহল সমস্যার সমাধানের পর প্রায় ১৫ হাজার বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে ন্যাচারালাইজেশন পদ্ধতির মাধ্যমে। এদের অনেকেই মুসলিম সম্প্রদায়ের। কিন্তু সম্প্রদায় তাঁদের ক্ষেত্রে নাগরিকত্বের পথে বাধা হয়ে ওঠেনি. যেমনটা ভবিষ্যতেও হবে না।

● সিএএ থেকে মুসলিমদের বাদ দেবার কারণ কী?

সিএএ শুধুমাত্র ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হওয়া মানুষকে নাগরিকত্ব দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি। ঘোষিত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান, বাংলাদেশ আফগানিস্তানে একজন মুসলিম ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হবে এটা হতে পারে না। উল্টোদিকে উগ্র মৌলবাদীদের দ্বারা এই সমস্ত দেশের সংখ্যালঘুরা মারাত্মকভাবে অত্যাচারিত হচ্ছেন স্বাধীনতার পর থেকেই। সিএএ তাই ওই তিন দেশের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য চালু হয়েছে।

স্বভাবতই সেই সব জায়গায় মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম থাকার প্রসঙ্গ আসতে

পারে না কারণ ঘোষিত মুসলিম দেশ নিজের সম্প্রদায়ের মানুষকে ধর্মীয় কারণে নিপীড়ন করতে পারে না।

● বলা হচ্ছে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে সংবিধান প্রণেতাদের অপমান করা হচ্ছে। কতটা সত্যি?

একদম ভুল কথা। দেশভাগের সময় পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোটি কোটি হিন্দু এবং শিখ ভারতে আসছিলেন। ফলে কারা ভারতের নাগরিক আর কারা নয় সে ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া জটিল হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় সংবিধানসভা নাগরিকত্বের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে সংসদের হাতে দায়িত্ব দেয় পরবর্তীতে নাগরিকত্বের বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবার।

ভারতের সংবিধান পুরোপুরি ভাবে চালু হয়ে যায় ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে। অন্যদিকে ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫ সালে এসে দিনের আলোর মুখ দেখে। অর্থাৎ এ কথা পরিষ্কার যে নাগরিকত্ব আইন তৈরি করেছিল সংসদ, সংবিধান সভা নয়।

সংবিধান সভাই সংসদের হাতে নাগরিকত্ব বিষয়ক যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। তাই নাগরিকত্ব আইন সংক্রান্ত যে কোন সংশোধনীর সম্পূর্ণ অধিকার সংসদের হাতে থাকে। এবং যেহেতু নাগরিকেদর এই অধিকার প্রদানের প্রক্রিয়ায় সংবিধানসভার সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল সুতরাং নতুন আইনে তাঁদের অসম্মান হবার প্রশ্নই নেই। এটা বরং গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আরো মজবুত করবে।

● **স্বাধীনতার এত বছর পর হঠাৎ করে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আনা দরকার পড়লো কেন?**

প্রথম কথা স্বাধীনতার পর এটাই প্রথম নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নয়। ১৯৫৫, ১৯৮৬, ১৯৯২, ২০০৩ এবং ২০০৫ সালেও নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী আনা হয়েছিল।

যেহেতু ভারত একটা অত্যন্ত বড় এবং জনবহুল রাষ্ট্র তাই সময়ের সাথে সাথে অন্য আরও অনেক আইনের মত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনেও পরিবর্তন আসে। যেমনটা আগেও অনেকবার হয়েছিল।

অন্যবারের সঙ্গে এবারের পার্থক্য শুধু এটুকুই বর্তমান আইনে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হওয়া প্রতিবেশী দেশের সংখ্যালঘুদের দীর্ঘদিনের নাগরিকত্বের চাহিদা মেটানোর কথা ভাবা হয়েছে।

● **দেখা যাচ্ছে একটা বড় অংশের রাজনৈতিক দলই এই আইনের বিরুদ্ধে। কারণ কি?**

কারণ দ্বিচারিতা। প্রথমে কমিউনিস্টের কথা বলা যাক। স্বাধীনতার পর থেকেই কমিউনিস্টের একটা অংশ এই রিফিউজি বা শরণার্থীদের অধিকারের ব্যাপারে সংসদে সরব বলে নিজেদের প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। তালিকাটা নেহাত ছোট নয়। আপাতত খুব বেশি পুরানো দিনের কথা না ভেবে শেষ এক দশকের কথাই ভাবা যাক।

২০১০ সালে সিপিএম নেতা গৌতম দেব প্রকাশ্যে দাবি করেন এই শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য। ওই বছর ডিসেম্বর মাসে তিনি লেখেন কিভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ হিন্দুদের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তিনি তার প্রবন্ধে হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দানের ব্যাপারে সরাসরি সওয়াল করেন।

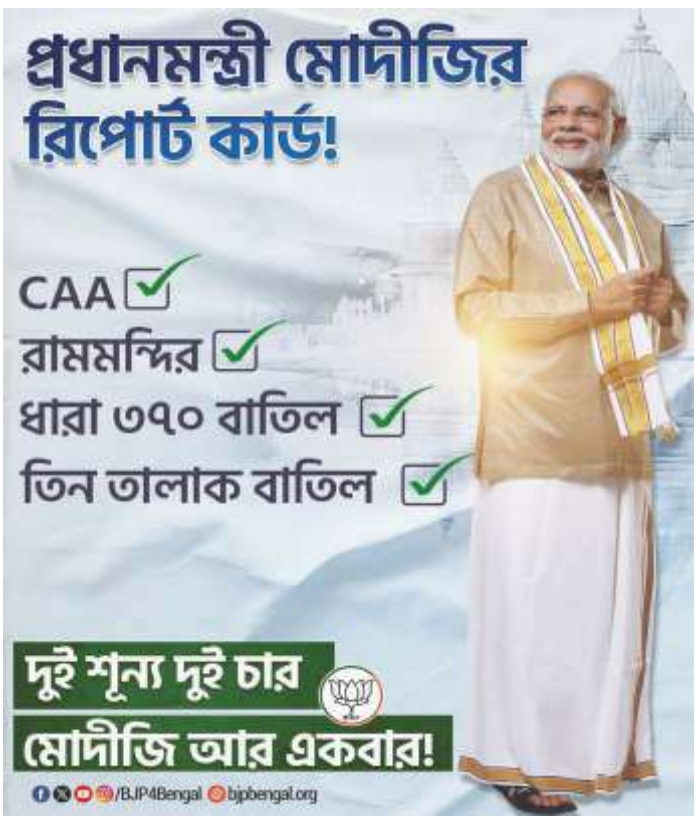

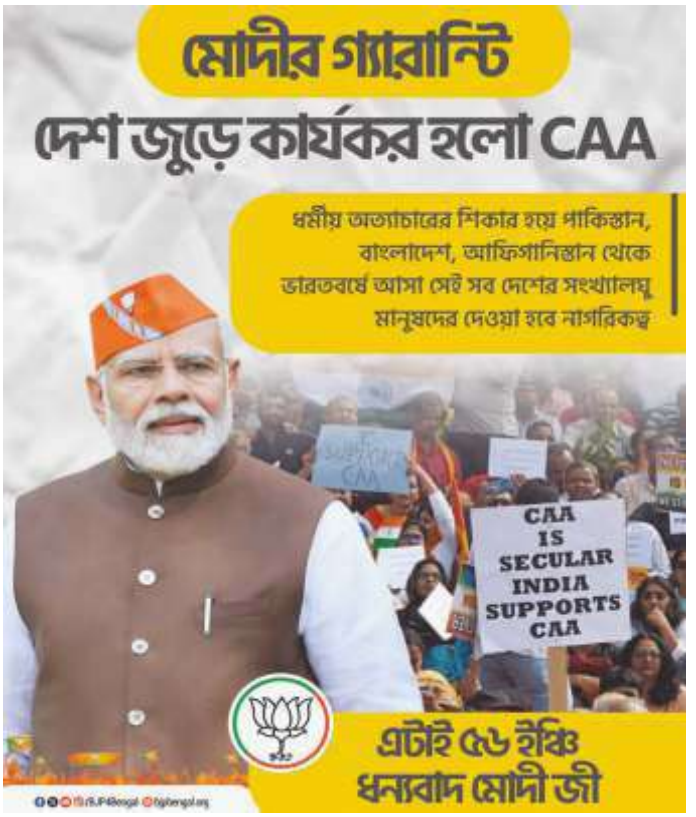

এরপর সাল ২০১২ এপ্রিল মাসে কোকিঝড়ে হয় সিপিএমের পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং। সেখানে সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত হয় বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের নিগৃহীত সংখ্যালঘুদের ভারতে যথাযথ সম্মান দেওয়ার ব্যাপারে পাটি পদক্ষেপ করবে। ওই বছরই মে মাসে প্রকাশ কারাত এই ইস্যুতে চিঠি লেখেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে।

এতো গেল পার্টির ব্যাপার। সংসদে বামেদের অন্যতম প্রধান মুখ বাসুদেব আচারিয়া এপ্রিল মাসে সংসদের অধিবেশনে এই ইস্যু নিয়ে সরব হন। তারিখটা ছিল পঁচিশে এপ্রিল। মজার কথা হল মরিচঝাঁপির মাস্টারমাইন্ড বামেরা ভোটব্যাঙ্কের লোভে মাঝেমধ্যেই শরণার্থীদের প্রসঙ্গ খুঁচিয়ে তুলতেন। কিন্তু আজ অব্দি নিজেরা কোনো পদক্ষেপ নেয়ও নি। অন্যদের নিতেও দেয়নি।

এ ব্যাপারে কংগ্রেসের কথা বিশেষ বলার প্রয়োজন নেই। কারণ দেশভাগ থেকে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি বা ইন্দিরা গান্ধী -মুজিবুর রহমান কথাবার্তা সবই ভারতবর্ষকে দেওয়া কংগ্রেসের অভিশাপস্বরূপ। শরণার্থীদের কথা তারাও বলে কিন্তু পদক্ষেপ নেওয়ার সময় হয় পিছিয়ে যায় নয়তো ভোটব্যাঙ্কের লোভে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল পদক্ষেপ নেয়। মনে রাখার বিষয় হলো দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থেকেও কংগ্রেস সামান্য ছিটমহল সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। বর্তমান সরকার তা প্রথম টার্মেই করে দেখিয়েছে। এই টার্মে এল শরণার্থীদের রক্ষাকবচ নাগরিকত্ব আইন।

বাকি রইল তৃণমূল। তারা তুলনামূলক নতুন দল। কিন্তু কেউ কি ভুলতে পারে ২০০৫ সালে সংসদের সেই ঘটনা যখন মমতা ব্যানার্জি এই সংক্রান্ত ইস্যুতেই স্পিকারের মুখের উপর কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। আজ এরা নাগরিকত্ব বিলের বিরোধিতা করছে ঠিকই কিন্তু সবটাই রাজনীতির ক্ষুদ্র স্বার্থে আর ভোটব্যাঙ্কের লোভে।

বিজেপি
আবার একবার
মোদী সরকার
BJP

হীরক রানির
কুকীর্তি
গল্প হলেও সত্যি

পর্ব – ৪

আইন মানেন না হীরক রানি

ছবিতে খবর

নির্বাচনী প্রচারে তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী (প্রাক্তন বিচারপতি) অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

নির্বাচনী প্রচারে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়।

দেওয়াল লিখনে মগ্ন দমদম লোকসভার বিজেপি মনোনীত প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত।

দাঁতনের বড়াই বাজারে চা-চক্রে, মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল।

সন্দেশখালি কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরুর মুহূর্তে বসিরহাট লোকসভার বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র।

বিজেপি স্টেট ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটির বৈঠকে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) সতীশ ধন্দ, সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য নেতৃত্ব।

লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মথুরাপুর লোকসভা নির্বাচন পরিচালন সমিতির বৈঠকে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঘাটালে মহিলা মোর্চার কার্যকারিণী বৈঠকে।

বীরভূমের কুশমোড়ে নাবালিকা নির্যাতিতার বাড়িতে বিজেপির প্রতিনিধি দল পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিলেন।

বারুইপুর যাদবপুর লোকসভা নির্বাচন পরিচালন সমিতির বৈঠকে রাজ্য ও সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব।

পুরুলিয়া সদরে বিজেপির জেলা পদাধিকারী ও বুথ কার্যকর্তাদের সাথে সাংগঠনিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

ছবিতে খবর

নির্বাচনী প্রচারে কবিয়াল অসীম সরকার, বর্ধমান-পূর্ব লোকসভায় বিজেপি মনোনীত প্রার্থী।

ধূপগুড়ি বিধানসভার সকালের সুপার মার্কেটে, নির্বাচনী প্রচারে জলপাইগুড়ি লোকসভার বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত কুমার রায়।

অশোকনগর বিধানসভার সোলেমানপুরে, নির্বাচনী প্রচারে বারাসাত লোকসভার বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার।

দুর্গাপুর কাশিরাম বস্তিতে দেওয়াল লিখনে ব্যস্ত, বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

গোবরা পৌরসভা বাজারে নির্বাচনী শোভাযাত্রায় বনগাঁ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর।

নির্বাচনী প্রচারে বিষ্ণুপুর লোকসভার বিজেপি মনোনীত প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ।

বীরপাড়া চা বাগানের নির্বাচনী প্রচারে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী মনোজ টিগ্গা।

বহরমপুর বিধানসভার মনিন্দ্রনগর অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে, বহরমপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী ডাঃ নির্মল কুমার সাহা।

বিকশিত বনগাঁ গড়তে বাগদা বিধানসভার সিদ্রানী বাজারে সাংগঠনিক বৈঠকে বনগাঁ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর।

চণ্ডীপুর বিধানসভায় যাদবমিশ্রচক গ্রামে নির্বাচনী প্রচারে, কাঁথি লোকসভার বিজেপি প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারী।

গোসাবা বিধানসভার মোল্লাখালী বাজারে নির্বাচনী প্রচারে, জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী ডঃ অশোক কাণ্ডারী।

দলীয় কর্মীদের নিয়ে দেওয়াল লিখনে ব্যস্ত হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডা. রথীন চক্রবর্তী।

ছবিতে খবর

নির্বাচনী প্রচারে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়।

পাড়া বিধানসভার চেলিয়ামা বাজারে নির্বাচনী প্রচারে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী জ্যোর্তিময়ী সিং মাহাতো।

গাজোল বিধানসভায় নির্বাচনী প্রচারে, উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী খগেন মুর্মু।

বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে বিজেপির প্রার্থী সুভাষ সরকার।

হরিরামপুর বিধানসভা এলাকায় নিবাচনী প্রচারে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার।

ঝড়ে বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি গ্রামে গভীর রাতে মানুষের পাশে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা।

কাকভোরে ফারাক্কার মাছের আড়তে নির্বাচনী প্রচারে মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী।

মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পর শোভাযাত্রায় বালুরঘাট লোকসভার বিজেপি প্রার্থী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

দিনহাটা বিধানসভায় নির্বাচনী প্রচারে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক।

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে জনতার মাঝে বিজেপির প্রার্থী অনির্বাণ গাঙ্গুলি।

কেতুগ্রামে নির্বাচনী প্রচারে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী পিয়া সাহা।

ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে জনতার উচ্ছ্বাস।

নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে

ভারতে মেয়েরা পেয়েছে মুক্তির আকাশ

সাহানা মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতার পর প্রথম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী – যিনি ভারতের নারী-শক্তিকে 'মেয়েমানুষ' নয়, মানুষের সম্মান দিয়েছেন। অতীতে অন্য প্রধানমন্ত্রীরাও ভেবেছেন। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাবনার সঙ্গে একটা ফারাক তাঁদের ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন মহিলাদের সাহায্য করতে। আর প্রধানমন্ত্রী মোদী নারী-শক্তির সাহায্য চেয়েছেন বিকশিত ভারত গড়তে।

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার। হে বিধাতা?"— নারীর স্বাধিকারে এমন রবীন্দ্র-ভাবনারই যেন প্রতিফলন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজির দীর্ঘ দশ বছরের কর্মকাণ্ডে। তা সামাজিক বা অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক — যে কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক না কেন। অন্ন বস্ত্র ছাড়াও, সসম্মানে নিজভূমে নিরাপদে মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার যে মেয়েদের রয়েছে, তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। দেশের জনগণ তাঁর হাতে মাতৃভূমিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং প্রগতির আলো, দিশা দেখাতে মশাল তুলে দিয়েছে। আর সেই মশালদণ্ড হাতে নিয়ে এক সদাজাগ্রত নিষ্ঠাবান অতন্দ্র প্রহরীর মতো দেশের কোনায় কোনায় খেয়াল রেখে চলেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী।

প্রাক্তন সাংসদ মহুয়া মৈত্র সংসদে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, "ম্যাচিস কিস কা হাত মে"। হ্যাঁ সেই দেশলাইয়ের আগুনে দেশের গরিব মানুষের রান্নাঘর ধোঁয়ামুক্ত উজ্জ্বলা হয়েছে। গরিব পিতা-মাতার সন্তান মোদীজি। অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন পরিবারের সকলের মুখে গ্রাস তুলে দিতে কত কষ্ট করেছেন তাঁর মাতৃদেবী। বাইরে থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তার আগুনে চুলা জ্বালানো। ভারতবর্ষের এ চিত্র শুধু তাঁর বাড়িতেই নয়। সমস্ত দরিদ্র পরিবারে একই দুর্দশার রোজনামচা।

"... সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সুচতুর / রুদ্ধ ক'রে নিশ্বাস প্রশ্বাস..."— সে এক সময় ছিল, রান্নাঘরের কালো ধোঁয়ার আবর্তে দিনের অধিকাংশ সময় মায়েদের চোখে জ্বালা ও জল আর বুকে যক্ষারোগের কামড় নিয়েই অতিবাহিত হয়েছে। যা প্রতি ঘন্টায় ৪০০টি সিগারেট খাওয়ার মতো ঝাঁঝরা করতো মেয়েদের ফুসফুস। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা হু-এর মতে গোটা দেশ জুড়ে যত মৃত্যু ঘটত সেসময়, তারমধ্যে ৫ লাখ নারী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে শুধুমাত্র রান্নাঘরের এই দূষিত ও বিষাক্ত গ্যাসে ফুসফুস জনিত

শ্বাসকষ্টে। মোদীজি নিজের পারিবারিক অবস্থার দৌলতে প্রত্যক্ষ শুধু নয়, প্রতিক্ষণে অনুভব করেছেন এদেশের মায়েদের এই সংগ্রাম-কাহিনী। যা কেবলমাত্র পরিবারের সদস্যদের মুখে হাসি ফোটাতে মায়েরা নির্বিবাদে মেনে নিতেন। কিন্তু মায়েদের ওই কষ্টের ত্রাতা হিসেবে এগিয়ে এলেন প্রধানমন্ত্রী।

গরিব দুঃস্থ পরিবারগুলিকে আপাত-রোগমুক্ত জীবন দানে ব্রতী হলেন। মহিলাদের জন্য ২০১৬-তে উজ্জ্বলা যোজনা ঘোষণা করলেন। এই প্রকল্পের অধীনে এখনও পর্যন্ত দেশে ১০.২৭ কোটি পরিবার বিনামূল্যে এলপিজি গ্যাস সংযোগের সুবিধাভোগী। এবছর ৮মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সিলিন্ডার প্রতি ১০০ টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।

"আমার দুর্গা নারীগর্ভের রক্তমাংস কন্যা..." হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি রক্তমাংসে গড়া মাতৃশক্তির জাগরণের কথা ভেবেছেন। নারীর সম্মান, সম্ভ্রমের দিকে জোর দিয়েছেন। নিয়েছেন নানা পদক্ষেপ। যা ২০১৪ সালের আগে দেশের কোনও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে এমন লাগাতার একের পর এক উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি।

গ্রাম, প্রত্যন্ত গ্রামে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষগুলির পৃথক শৌচালয় তৈরি করবার মতো সামর্থ্য থাকে না। গ্রামের মেয়ে-বধূরা খোলা আকাশের নিচে মুক্ত অঞ্চলে প্রাতঃকৃত্য সারতেন। ফলত অসাধু মানুষের কুদৃষ্টির শিকার হতো মেয়েরা। পরিণামে মাঠ-ঘাটে ধর্ষণ বা নানাভাবে মেয়েদের উপর যৌন নিপীড়নের মতো ঘটনা ঘটত। আর সেই লালসার কবলে পড়ে "নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল" হয়ে উঠতো নারী-রক্তে। নরেন্দ্র মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পূর্বে এদৃশ্য স্বাভাবিক ছিল। এরসঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্য। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত শৌচালয় নির্মাণ প্রকল্পে ১০.৯ কোটি পরিবারে এবং ২.২৩ লক্ষ কমিউনিটি শৌচালয় নির্মাণ করে প্রধানমন্ত্রী নারীর লাজ বাঁচিয়েছেন শুধু নয়, তাঁদের নিত্যদিনের যন্ত্রণার হাত থেকেও মুক্তি দিয়েছেন।

সাম্যের গান গেয়ে নজরুল লিখেছিলেন, "আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!/ বিশ্বে যা-কিছু মহাসৃষ্টি চির-কল্যাণকর, /অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"--- সাম্যের এই জয়গীতই ধ্বনিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর "বেটা বেটি এক সমান" ঘোষণায়। কন্যা সন্তানকে সম মর্যাদা দিয়ে বলেছেন, "যে সমাজ নারীকে সম্মান দেয় না, সেই সমাজের কখনও উত্তরণ ঘটে না।" বৈষম্যজনিত কারণে পুরুষের খাদ্যে মাছের মুড়ো শোভা পায়। অথচ নারীর জোটে ভাতের হাঁড়ি চাঁছা ভাত আর একটু সবজি। এমনটাই ছিল ভারতীয় নারীর দৈনন্দিন পোষণ। এর থেকে বাদ যেত না গর্ভবতী নারীও। ফলত শিশু কন্যা থেকে প্রবীণা রক্তাল্পতা রোগে আক্রান্ত হতেন। যা তাঁদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু ২০১৯ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মোদীজি এই সামাজিক ব্যাধি দূর করতে 'সহি পোষণ তো দেশ রোশন' স্লোগানে রাষ্ট্রীয় পোষণ মিশন নামে দেশব্যাপী অভিযান সূচনা করেন।

"... রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা। পান্ডুর গালে চুমো খায় মাতা, সারা গায়ে দেয় হাত, পারে যদি বুকে যত স্নেহ আছে ঢেলে দেয় তারি সাথা..."--- এঁরাই ভারতবর্ষের মাতৃকুল। কেবল কবি জসিমউদ্দিনের আকুলতা নয়, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার মাধ্যমে ভাবী মায়েদেরও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এই প্রকল্পের সূচনা ১০ অক্টোবর ২০১৯ গর্ভবতী মহিলা ও তাঁর শিশুর বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং মা শিশুর অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যু রোধ করা। ৪৮ লক্ষেরও বেশি সংখ্যক মা এই প্রকল্পের দ্বারা লাভবান হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনায় (PMMVY) ৬০০০ টাকা (তিন কিস্তিতে) গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হয়।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়াতিযত্নতঃ" অর্থাৎ, কন্যাকে অতি যত্নের সঙ্গে পালন যেমন করতে হবে, তেমনই তাকে শিক্ষাও দিতে হবে। মনুস্মৃতি আওড়ে বিদ্যাসাগরও বলেছিলেন একই কথা। বিবেকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতেন যে, নারীকে সুশিক্ষিত না করলে দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। সেই ইচ্ছের প্রতিধ্বনি যেন শোনা গেল ২০১৮ সালের ৮মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবসে প্রধানমন্ত্রীর "বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও" প্রকল্পের ঘোষণার মধ্য দিয়ে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের মধ্যে একটি যৌথ প্রচেষ্টায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, কন্যাভ্রূণ হত্যা রোধ যার মূল উদ্দেশ্য। ২০১১ সালের জনগণনায় দেখা গিয়েছে দেশে প্রতি ১০০০জন পুরুষে৮৪৮ জন মহিলা।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টের বিখ্যাত উক্তি, 'তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দেবো।' তাই সমগ্র বিশ্ব স্বীকার করে নিয়েছে সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনে মাতৃশক্তির অবদান অনস্বীকার্য। কারণ, সকল কন্যা একদিন মা হয় ও সন্তান মানুষ করে। অতএব কন্যাসন্তানকে শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য সমাজের।

কন্যা সন্তানের জন্মের পর সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে প্রধানমন্ত্রী সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা ঘোষণা করেছেন। মোট ২ কোটি ৭৩ লক্ষ অ্যাকাউন্ট খুলেছে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায় (SSY)। কন্যা সন্তান বাবা-মায়ের বোঝা নয়। জন্মের পর ১০ বছর

হওয়ার আগে কন্যা সন্তানের ২১ বছর পর্যন্ত এই অ্যাকউন্টটিতে প্রতিমাসে ন্যূনতম ২৫০ টাকা জমা করতে পারবে কন্যার আইনি অভিভাবক। বাস্তবে কন্যার বিবাহ এবং উচ্চশিক্ষার জন্য এই যোজনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু কন্যার শৈশব থেকে নারী হয়ে ওঠা পর্যন্ত যে বাড়ির প্রতিটি কোণে মিশে থাকে হাসি-অশ্রু। তবুও "সেই বাড়িটি আমার নয়। বাপের বাড়ি। একসময় আমি চালান হয়ে যাই শ্বশুরভিটেতে। সেটাও আমার নয়। শ্বশুরের। তারপর স্বামীর বাড়ি। আরও কিছু বছর বাদে জীবন সায়াহ্নে আবারও গৃহকর্তা বদলে হয়ে ওঠে পুত্রের বাড়ি।" শরণ মাসির কথায়, "আমার বাপ বলে তার বাড়ি, বেটার বাপ শাসায় ওটা তার বাড়ি। বেটা চেঁচিয়ে জানায় এটা তার বাড়ি। তাহলে আমার বাড়ি কোনটা?" এমনতর প্রশ্নে শরণ মাসির মতো এদেশের কোটি কোটি দলিত, আদিবাসী, পিছিয়ে থাকা সমাজের গৃহবধূদের চাহনিতে ভাসে উত্তরহীন এক জিজ্ঞাসা। হৃদয়ের গভীর খুঁড়ে তা অব্যক্ত বেদনার ভাষা পায়। কারণ, প্রতি মুহূর্তে নারীর অবচেতন মনে অনবরত ঘুরপাক খায় আশঙ্কা। মতের অমিল হলেই সামাজিকভাবে কখনও শ্বশুর, কখনও স্বামী আবার কখনও পুত্র গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার একচ্ছত্র অধিকার যেন পুরুষেরই হাতে। গৃহহীন গৃহবধূদের এতদিনের ক্ষতে উপশম প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। ১ কোটি নারী পেয়েছেন স্বপ্নের বাড়ি। যার ফলস্বরূপ এক সামাজিক নিষ্ঠুর রেওয়াজ বন্ধ হয়েছে। তাঁদের মুখে হাসি জুগিয়েছেন মোদীজি। "মেরা ঘর মেরা অভিমান, মেরা ঘর মেরা পহেচান।" কারণ, আবাস যোজনা প্রকল্পের আওতায় বাড়িগুলির মালিক বাড়ির কর্তা নন। গৃহকর্ত্রী। নিজ বাসস্থানে স্বস্তির শ্বাস নেবে আমৃত্যু।

প্রগতির ধ্বজা যাঁর হাতে, তিনি নারীর রক্ষাকর্তা হিসেবে দিবারাত্র কাজ করে চলেছেন। তাঁর কাছে নারী অত্যাচারকারীদের জন্য নেই কোনও আপোষ। মায়ের কাছে নালিশ জানিয়ে মল্লিকা সেনগুপ্তর "স্কুলবাসের বাচ্চা মেয়েটি"র সঙ্গে যখন "বাসের কাকু" অসভ্যতা করে, খুকু তখন বলে, "মাগো আমায় দাও না শাদা ঘোড়া! দুষ্টু কাকু দুষ্টু চাচা থাকুক না তার ঘরে/ বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে কেন অসভ্যতা করে!"--- আমার দেশের চৌকিদারের তখন ঘুম নেই। এইসকল দুষ্টু কাকুদের জন্য ১২ বছরের কন্যাকে ধর্ষণের সাজা ফাঁসি। আর ১৬ বছরের কম বয়সি কন্যার উপর যৌন অত্যাচার ঘটলে অভিযুক্তের জেল হেফাজতের মেয়াদ ১০ থেকে বাড়িয়ে ২০ বছর করা হয়েছে। এছাড়াও অ্যাসিড আক্রান্তদের চিকিৎসা বাবদ প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে অতিরিক্ত ১লক্ষ টাকা দেওয়ার হবে চিকিৎসা খরচে।

তালাক তালাক তালাক। ব্যস, সব বন্ধন ছিঁড়ে সন্তানসহ স্বামী শ্বশুরবাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন এক জীবন মুসলমান মেয়েদের জন্য অপেক্ষা করত। এই নিষ্ঠুরতম সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে মোদিজী ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন মুসলমান মেয়েদের জন্য। তিন তালাক প্রথাকে বাতিল করেছেন আইনের মাধ্যমে। মুসলমান মেয়েরা পেয়েছে মুক্তির আকাশ।

উন্নততর সমাজ গড়তে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশ মেয়েদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলেছে। এমনটা না হলে মেয়েদের দুঃখ ঘুচবে না। মহিলা ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত জি২০ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে ফুটে উঠেছে "মহিলাদের উন্নতি হলে সমগ্র বিশ্বের উন্নতি হয়"। তিনি আরও বলেন, মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনও পরিবর্তনের এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তিনি জানান, ২০১৪ সাল থেকে শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে কারিগরি শিক্ষায় মহিলাদের যোগদানের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, এঞ্জিনিয়ারিং এবং গণিতে স্নাতকদের প্রায় ৪৩ শতাংশ মহিলা। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের প্রায় এক চতুর্থাংশ মহিলা। চন্দ্রযান, পবনযান এবং মিশন মঙ্গলের মতো অগ্রণী কর্মসূচিগুলির সাফল্যের নেপথ্যে এই মহিলা বিজ্ঞানীদের প্রতিভা ও পরিশ্রম রয়েছে। ভারতে আজ উচ্চশিক্ষায় পুরুষের থেকেও মহিলার সংখ্যা বেশি। অসামরিক বিমান ক্ষেত্রে মহিলা পাইলটদের যোগদানের হার বিশ্বের সর্বোচ্চ হারগুলির মধ্যে একটি। ভারতীয় বায়ু সেনার মহিলা পাইলটরা এখন যুদ্ধ বিমান চালাচ্ছেন। সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলা অফিসারদের রণাঙ্গনে নিয়োগ করা হচ্ছে।

অতিমারির সময়ে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিরা সমাজের সমর্থনের স্তম্ভ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা মাস্ক ও স্যানিটাইজার বানিয়েছেন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তুলেছেন। ভারতে ৮০ শতাংশেরও বেশি নার্স ও ধাত্রী হলেন নারী। তাঁরাই অতিমারির সময়ে দেশে রোগ প্রতিরোধের প্রথম সারি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সাফল্যে প্রধানমন্ত্রী গর্ব প্রকাশ করেন। মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে সরকারের প্রধান অগ্রাধিকারের একটি ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুদ্রা যোজনার ৭০ শতাংশ ঋণই মহিলাদের দেওয়া হয়েছে। অতিক্ষুদ্র স্তরের উদ্যোগগুলির পাশে দাঁড়াতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একইভাবে স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়ার ৮০ শতাংশ সুবিধাভোগীই হলেন মহিলা। তাঁরা পরিবেশ সহায়ক বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ পেয়েছেন। রাজনৈতিক ভাবেও তিনি মহিলাদের জন্য ভেবেছেন। ১৯৮৯ সালে রাজীব গান্ধীর সরকার পঞ্চায়েত, পুরসভায় এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করার বিল আনে। কিন্তু বিলটি লোকসভায় পাস হলেও রাজ্যসভায় পাস করাতে একেবারেই আগ্রহী বা সদিচ্ছা ছিল না তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে বিষয়টি বাস্তবে পরিণত হতে পারেনি। মোদীজি এবারে সেই ধামাচাপা পড়া ৩৩শতাংশ সংরক্ষণে আলো দেখিয়েছেন। নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম নাম দিয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভা নির্বাচনে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ হয়েছে।

১৪০ কোটি মানুষের দেশ ভারতে গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ৪৬ শতাংশই মহিলা। মোদীজি অনুভব করেছেন, নির্বাচিত

মহিলা জনপ্রতিধিরা অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক পরিবর্তনের মুখ্য দূত হয়ে উঠেছেন। বিশেষ করে গ্রামীণ কৃষি নির্ভর পরিবারের মেরুদন্ড এবং ছোট ব্যবসায়ী ও দোকানদারের ভূমিকায় ভারত ও দক্ষিণের দেশগুলিতে মহিলারা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন, তার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় হওয়ায় মহিলাদের কাছে জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্ভাবনী সমাধানের চাবিকাঠি রয়েছে।

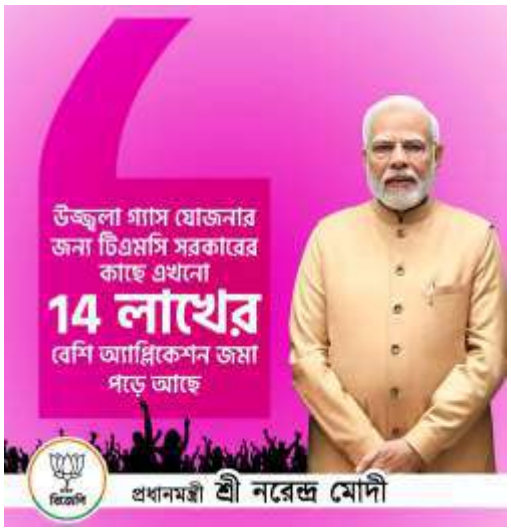

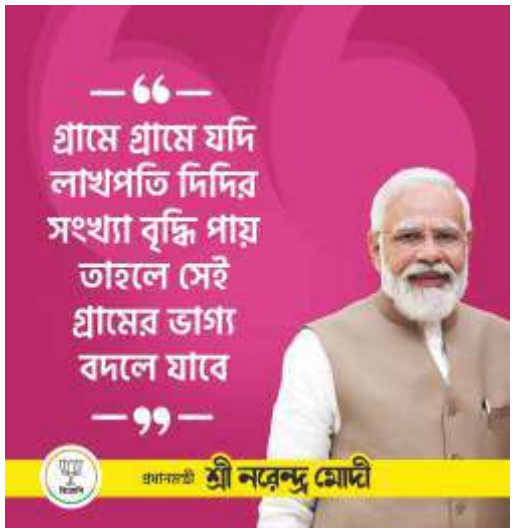

অষ্টাদশ শতকে মহিলারা কীভাবে ভারতে প্রথম সাড়া জাগানো পরিবেশ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজস্থানে অমৃতা দেবীর নেতৃত্বাধীন বিষ্ণোই সম্প্রদায় 'চিপকো আন্দোলন' শুরু করেছিল। নির্বিচার গাছ কাটা ঠেকাতে তাঁরা গাছগুলিকে জড়িয়ে ধরে থাকতেন। অন্য অনেক গ্রামবাসীর সঙ্গে শ্রীমতী অমৃতা দেবীও প্রকৃতিকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দেন। মোদীজি জানান, ভারতের মহিলারা এখন 'মিশন লাইফ' পরিবেশ সহায়ক জীবনশৈলীর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। প্রাচীন প্রথাগত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তাঁরা পরিবেশ দূষণ হ্রাস এবং সামগ্রীর পুনর্ব্যবহারের প্রয়াস চালাচ্ছেন। মহিলাদের এখন সৌর প্যানেল ও সৌর আলো তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি আমাদের সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'সোলার মামাজ' প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে চলছে। ৮ মার্চ ২০২৪ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে নারী শক্তি বন্দনায় তিনি বলেন, শুধুমাত্র দেশের পুরুষদের

আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি নয়, মহিলারা দেশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'লাখপতি দিদি যোজনা' (Lakhpati Didi Yojana)। ইতিমধ্যেই দেশের প্রায় ২ কোটি মহিলা এই প্রকল্পের আওতায় চলে এসেছেন। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য দেশের মহিলাদের আর্থিক উন্নতি ঘটানো। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হলো ব্যাংকওয়ালি দিদি, অঙ্গনওয়াড়ি দিদি, মেডিসিনওয়ালি দিদি। এই প্রকল্পের আওতায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে থাকবে এলইডি বাল্ব, প্লাম্বিং, ড্রোন মেরামতের মতো প্রযুক্তিগত কাজের প্রশিক্ষণ। এগুলি শিখিয়ে মহিলারা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারবেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের মহিলারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক থেকেও আরো অনেক বেশি উন্নত হবে। এক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠানোর চেষ্টা করা হবে। দেওয়া হবে প্রশিক্ষণ দেশের মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং তাঁদেরকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার কথা বলেছে কেন্দ্র সরকার। নরেন্দ্র মোদীর সরকার স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং দিয়ে ২ কোটি মহিলার ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্য নিয়ে এই প্রকল্প শুরু করেছে। এবছর স্বাধীনতা দিবসের দিন, লালকেল্লার থেকে 'লাখপতি দিদি' প্রকল্পর কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সাথে যুক্ত প্রায় ১০ কোটি মহিলা উপকৃত হবেন। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রয়েছে 'ব্যাঙ্কওয়ালি দিদি', 'অঙ্গনওয়াড়ি দিদি', 'মেডিসিনওয়ালি দিদি'।

লাখপতি দিদি কর্মসূচি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এপর্যন্ত ১ কোটি মহিলা লাখপতি দিদি রূপে সম্মানিত হয়েছেন। এবছরের বাজেট ঘোষণা অনুযায়ী লাখপতি দিদির সংখ্যা ৩ কোটিতে উন্নীত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। নমো ড্রোন দিদি কর্মসূচির প্রসঙ্গ আনেন। তিনি বলেন, দেশের কৃষি ক্ষেত্রে ড্রোন দিদিদের কাজে লাগানোর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে, নমো ড্রোন দিদিরা অতিরিক্ত আয় ও উপার্জনের সুযোগ লাভ করবেন।

ভারতবর্ষের সনাতনি ভাবাদর্শ "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"--- মাতৃশক্তি ও মাতৃভূমির উন্নতিকল্পে প্রধানমন্ত্রীর এমন উদ্যম ও উদ্যোগে প্রমাণ হয় ভারতমাতা পেয়েছেন এক যোগ্য কর্মযোগীকে। যাঁর হাত ধরে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিয়ে বিশ্বগুরু হয়ে উঠবে।

সাক্ষাৎকার

সজল ঘোষ, বিধানসভা উপনির্বাচনে বরানগর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী

প্রো মোদী ভোট। আর নো মমতা ভোট। এই দুই ভোটই আমার: সজলের প্রত্যয়

প্রশ্ন: ফলাফল কি হবে বরানগর কেন্দ্রে?

উত্তর: আমি বিশ্বাস করি আমি জিতে আসব। বিপুল ভোটে।

প্রশ্ন: আগেরবার কিন্তু বিজেপি ৩৫,০০০ ভোটে পরাজিত হয়েছিল। মেক আপ করতে পারবেন?

উত্তর: দেখুন, আগের বারের প্রার্থীকে আমি দোষ দেবনা। উনি অভিনেত্রী মানুষ। মাঠে-ময়দানে চাষ তাঁর পক্ষে খুব একটা সহজ ছিলনা। ২১ সালে তৃণমূলেরও আজকের মত অবস্থা ছিলনা, প্রার্থী ছিলেন তাপস রায়ের মত মানুষ। ভোট কাটুয়া হিসাবে কংগ্রেস-সিপিএম ৩০,০০০ ভোট কেটেছিল।

চুরির পয়সা যাদের জীবিকা তাঁরা আমায় ভোট দেবেনা। কেন দেবে? কিন্তু যারা চুরিকে সমর্থন করেনা, সন্দেশখালিতে মহিলাদের ওপর অত্যাচার সমর্থন করেন না, তাঁরা আমাকে মানে মোদীজি কে ভোট দেবেন।

প্রশ্ন: আপনি মানেই চমক। মিনি রাম মন্দির করে চমকে দিয়েছিল আপনার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। বরানগর কেন্দ্রেও কি এমন কোন চমক অপেক্ষা করছে?

উত্তর: না, বরানগরকে সামনের দুবছরে আমি কিছু দিতে পারব না। পাশে থাকা ছাড়া। সাথে থাকা ছাড়া। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আমি দেবনা। লোক ঠকাব না। আমি এটুকুই বলতে পারি যে বরানগরের মানুষ তোলাবাজি সিন্ডিকেটের হাত থেকে বাঁচবে। রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারবে। ২৪ ঘন্টা ডাকলেই পাবে আমাকে।

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ফলাফল কি হবে?

উত্তরঃ অনেকগুলো আসন পাবে। তৃণমূলের থেকে বেশী পাবে। আবার একই ইস্যুতে তৃণমূলকে দেবে না।

বিজেপি যে বরানগরে জিতবে তার একটা কারণ হচ্ছে মোদীজি। আর একটা কারণ মমতা দি। একটা হচ্ছে প্রো মোদী ভোট। আর একটা হচ্ছে নো মমতা ভোট। এই দুই ভোটই আমার প্রত্যয়ের অঙ্কুর, বলতে পারেন।

প্রশ্নঃ নাগরিকত্ব আইন নিয়ে মমতা ব্যানার্জি ভুল বোঝাচ্ছে মানুষকে। বলছে...

উত্তর: লাভ নেই। মানুষ বুঝে গেছে ওনার নাটক। উনি বলেছেন আবেদন করলেই সব ব্লক হয়ে যাবে। যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ আবেদন করবে এবং দেখবে ব্লক হচ্ছেনা তখন আমাকে তো আর কিছু বলতে হবেনা।

মমতা ব্যানার্জি বললেই মানুষ বিশ্বাস করে নেবে? মানুষ এত বোকা? শরণার্থীদের কি বোকা মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী? ওপার বাংলার মানুষকে কি বোকা মনে করেন উনি?

- আপনাকে ধন্যবাদ সজলবাবু। বঙ্গ কমলবার্তার পক্ষ থেকে শুভকামনা রইল আপনার জন্য।

বাংলার ৪২

কবে, কোথায় ভোট?

প্রথম দফা: ১৯ এপ্রিল (শুক্রবার)

কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি

দ্বিতীয় দফা: ২৬ এপ্রিল (শুক্রবার)

দার্জিলিং, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট

তৃতীয় দফা: ৭ মে (মঙ্গলবার)

মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ,
জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

চতুর্থ দফা: ১৩ মে (সোমবার)

বহরমপুর, বোলপুর, বীরভূম, কৃষ্ণনগর, আসানসোল,
বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান-দুর্গাপুর, রানাঘাট

পঞ্চম দফা: ২০ মে (সোমবার)

বনগাঁ, ব্যারাকপুর, হুগলি, শ্রীরামপুর,
আরামবাগ, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

ষষ্ঠ দফা: ২৫ মে (শনিবার)

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, ঝাড়গ্রাম, তমলুক,
কাঁথি, ঘাটাল, মেদিনীপুর

সপ্তম দফা: ১ জুন (শনিবার)

ডায়মন্ড হারবার, বসিরহাট, জয়নগর, দমদম, বারাসত,
কলকাতা দক্ষিণ, কলকাতা উত্তর, মথুরাপুর, যাদবপুর

২৮-এর ওপরে সিট পাবে বিজেপি: দাবী সুদীপের

ডঃ সুদীপ দাস, রাজ্য সভাপতি
তফশিলি মোর্চা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি

প্রশ্নঃ তৃতীয় মোদী সরকার কি শুধু সময়ের অপেক্ষা?

উত্তরঃ বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে আমার যা অভিজ্ঞতা তাতে দেখেছি, ২০২৪এ মানুষ আবারও চাইছে মোদী সরকার। স্বাধীনতার পর কোনও সরকার যা করে দেখাতে পারেনি, সেটা মোদীজি তাঁর ১০ বছরে করে দেখিয়েছে। ২০১৪ থেকে দলিত, আদিবাসী, বঞ্চিত সমাজের বিকাশের জন্য এবং দেশের মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরীব মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য কাজ করেছে মোদী সরকার। স্বাভাবিক ভাবে মানুষ তো সেই সরকারকেই আবার চাইবে।

প্রশ্নঃ পশ্চিমবঙ্গে তফশিলি জাতির মধ্যে মোদী সরকারের কতটা জনপ্রিয়তা বা তাঁদের মধ্যে কতটা পৌঁছতে পেরেছে ভারতীয় জনতা পার্টি?

উত্তরঃ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ২ কোটি ২০ লক্ষের ওপর তফশিলি ভোটার আছে। ১০টা সংরক্ষিত আসন আছে তফশিলিদের জন্য। এছাড়াও ১২টা এমন আসন আছে যেখানে ২২ শতাংশের ওপর তফশিলি ভোটার আছে। উদাহরন হিসাবে বলা যায় যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র। তফশিলি ভোটার আছে ২৯ শতাংশ। বাঁকুড়ায় ৩৮ শতাংশ। জনগণনা হলে এ মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে তফশিলি জনসংখ্যা হবে ২৮-২৯ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই তফশিলি ভোট অনেক কিছুই ওলটপালট করে দিতে পারে। বামফ্রন্টের থাকলেও এই তফশিলিদের নিয়ে তেমন কোন মেশিনারি তৈরি করতে পারেনি তৃণমূল। ওদের মূল ফোকাস সংখ্যালঘু ভোটকে একজায়গায় করা। এবং তফশিলিদের একটা বড় অংশ, ৩০ শতাংশ নমঃশূদ্র সম্প্রদায় যারা বেশীরভাগ মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন।

প্রশ্নঃ সিএএ-এর কতটা প্রভাব পড়বে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ওপর?

উত্তরঃ শুধু মতুয়ারা নয়, রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায়, ফারাক্কার এপারে অধিকাংশ নমঃশূদ্র সম্প্রদায় এবং ফারাক্কার ওপারে রাজবংশীরা যারা বাংলাদেশের দিনাজপুর থেকে এসেছিল তাঁদের ওপর সিএএ বিরাট প্রভাব ফেলবে। আর উপকুলবর্তী এলাকায় জয়নগর-মথুরাপুর এবং যাদবপুর লোকসভায় পৌণ্ড্রদের (বাংলাদেশ থেকে আসা) একটা বিশাল জনসংখ্যা আছে। তাঁদের কাছে নরেন্দ্র মোদী সরকারের নাগরিকত্ব আইনের ফলে এদেশে তাঁরা নাগরিকের সম্মান ফিরে পাবে। সিএএ তাঁদের কাছে এক বিশাল আবেগ।

প্রশ্নঃ মমতা ব্যানার্জি হুঙ্কার দিয়েছেন যে উনি এরাজ্যে সিএএ লাগু করতে দেবেন না।

উত্তরঃ জেলায় জেলায় ঘুরে আমার যা অভিজ্ঞতা তাতে আমি দেখেছি, মমতা ব্যানার্জি ফোকাস করছেন মুসলিম ভোটারদের ওপর। ৩০ শতাংশ (খাতায়কলমে) মুসলিম ভোটের সিংহভাগ এবং ১৫-১৬ শতাংশ হিন্দু ভোট যার মধ্যে বামপন্থার প্রভাব আছে-এটাই মমতা বানার্জির টার্গেট। স্বাভাবিকভাবেই সেই ভোট টানতে উনি সিএএ বিরোধিতা করছেন এবং দেশবিরোধী কথাবার্তা বলে উসকানি দিচ্ছেন। এগুলো গিমিক।

প্রশ্নঃ সিএএ এবং এনআরসি-কে এক করে দেখাতে চাইছে বামপন্থীরা এবং মমতা ব্যানার্জি।

উত্তরঃ মমতা বানার্জির রাজনীতি এবং বামপন্থীদের রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য কিছু নেই। কিছুদিন আগে ব্রিগেডে সভা করেছিল সিপিএম। নাম দিয়েছিল 'ইনসাফ' সভা··· আসলে দুটো দলেরই মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম ভোটটাকে একটা জায়গায় করে নেওয়া। তারপর তথাকথিত 'সেকুলার হিন্দু ভোট'-এর ১২-১৫ শতাংশ ভোটকে এক জায়গায় নিয়ে আসা। ফলে দুটো দলই সচেতন ভাবে বিষয়টাকে গুলিয়ে দিয়ে মুসলমান এবং বাম প্রভাবিত হিন্দুদের মধ্যে অযথা ভয় তৈরি করে নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা।

প্রশ্নঃ তৃণমূলের ভোট সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে এবারের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্য বিজেপি কতটা প্রস্তুত?

উত্তরঃ সন্ত্রাস করতে গেলে তো তৃণমূলের মেশিনারি দরকার। বাইরে থেকে তো লোক আনতে পারবে না। এখানকার লোকজনকেই টাকাপয়সা বা অন্য কিছু দিয়ে করাতে হবে। কিন্তু এমুহূর্তে বিজেপির প্রায় ৬০,০০০ বুথ রাজ্যে সক্রিয়। তো রাজ্য জুড়ে সন্ত্রাস করতে গেলে তৃণমূলের তার থেকেও বেশী লোক থাকতে হবে। আজকে রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের ৪ লাখ ডেডিকেটেড কার্যকর্তা আছে কি না, সন্দেহ আছে আমার। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু জায়গায় সন্ত্রাস করলেও তার কোন প্রভাব লোকসভায় পড়বে না। একটা লোকসভায় প্রায় ১৬০০-১৭০০ বুথ আছে।

প্রশ্নঃ কত আসনে জিততে পারে বিজেপি এ রাজ্যে?

উত্তরঃ সিএএ ঘোষণা হওয়ার পর এবং এখন যা পরিস্থিতি তাতে মুসলিম প্রভাবিত কয়েকটি আসন বাদ দিলে, পশ্চিমবঙ্গে এ মুহূর্তে বিজেপির ২৮টির ওপরে আসন পাওয়া উচিত।

সাক্ষাৎকার

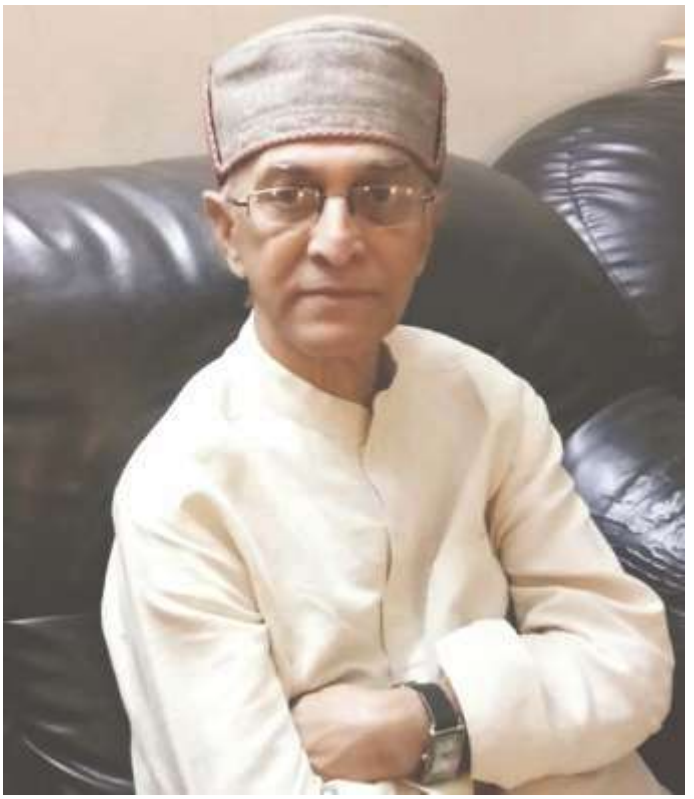

৫-৮টি সিট কমে গেলে ২৪ সালেই চলে যাবে তৃণমূল সরকার: পুলক নারায়ণ ধর

অধ্যাপক পুলক নারায়ণ ধর
বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং আহ্বায়ক, বুদ্ধিজীবী প্রকোষ্ঠ, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি

প্রশ্ন: সামনে লোকসভা নির্বাচন, তো আপনার কি মনে হয়? তৃতীয় মোদী সরকার শুধু সময়ের অপেক্ষা?

উত্তর: এটা নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। অবশ্যই তৃতীয় মোদি সরকার শুধু সময়ের অপেক্ষা। মানে ইতিহাস এবং বর্তমান যে রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি তাতে সেটাই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটা কথা বলার আছে। নির্বাচনের পরে যে ভোট গণনা হয়, সেই পর্যন্ত দল যদি খুব সক্রিয় থাকে এরাজ্যে, তাহলে ফলাফল বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারে.....শুধু ধরে নিয়ে বসে থাকলে হবে না।

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি এ বারের লোকসভা নির্বাচনে কি রকম ফলাফল করতে পারে?

উত্তর: অঙ্কের হিসাব করে দেখিনি কিন্তু আমার ধারণা যে এনডিএ ৪০০-র কাছেই যাবে। এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, এটা আমি বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে কথা বলে মানে যারা গ্রাসরুট লেভেলে কাজ করছেন, তাতে মনে হয়েছে যে এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে ২৮টি সিট অবশ্যই এখানে পাবেন।

প্রশ্ন: সন্দেশখালির ঘটনা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কী রকম প্রভাব ফেলবে?

উত্তর: সন্দেশখালিটা টিপ অফ দ্য আইসবার্গ। পশ্চিমবঙ্গে। বহুদিন ধরে এটা চলছিল। আমি আমার ব্যক্তিগত কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রচারের অভিজ্ঞতা থেকে যেটা ২০০৪-২০০৫ থেকে করে যাচ্ছি, তো তাতে আমি দেখেছি যে কতগুলো লক্ষণ দেখা যায় যে লক্ষণগুলো একটা সরকারের পতনের লক্ষণ। এবং সন্দেশখালি থামেনি, সন্দেশখালি চলতেই থাকবে। এটা সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের থেকেও অনেক বেশি ... তৃণমূলের কাছে ভয়াবহ এবং মানুষের কাছে মুক্তির পথ।

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, অরাজকতা, অপশাসন। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের শেষ দু বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন এবং সুশাসন কোনটা মানুষের মনে বেশি প্রভাব ফেলবে? লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিতে যাওয়ার সময়?

উত্তর: একটা জিনিস আমাদের মনে রাখা দরকার সাধারণ মানুষ কিন্তু তিতিবিরক্ত হয়ে কাউকে ভোটে বা গদি থেকে পদচ্যুত করায়। সিপিএমের সময়ে, সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামে একটা পজিটিভ মুভমেন্ট হয়েছিল। কিন্তু মানুষের বিরক্তিটা বা বিরোধিতাটা শুরু হয়েছিল বহুদিন আগেই।

আপনার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে ইতিবাচক দিকটা যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি করছেন বা এনডিএ সরকার করছে সেটা এবারে অনেক বেশি অনুভূত হচ্ছে। লাভার্থীরা বিভিন্ন যোজনায় সুবিধা পাচ্ছে এবং তার প্রচারটাও হচ্ছে। এবার কেন্দ্রীয় সরকারের ইতিবাচক দিক এবং রাজ্য সরকারের নেতিবাচক দিকটা কিন্তু মানুষের জীবনে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। দুটোই কিন্তু সমানভাবে সক্রিয় এখানে এবারের নির্বাচনে।

প্রশ্ন: প্রায় পাঁচশ বছর পর অযোধ্যায় আমার রাম লালা প্রতিষ্ঠিত হলেন। রাম মন্দির স্থাপিত হল। তো বাংলার মানুষের মনে কী প্রভাব পড়বে?

উত্তর: বাংলার মানুষের কাছে রাম-এর প্রভাব যে কতবড় ভাবে পড়েছে এটা রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই বোঝা গিয়েছিল। রাম নবমীতে বাঙালিরা যেভাবে অংশগ্রহণ করছে এবং প্রতিপক্ষ যে ভাবে তার পাল্টা প্রতিবাদ করছে তাতে প্রতিপন্ন হচ্ছে যে রাম এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছেন। রাম যে এই বাংলা, আমাদের চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতির মধ্যে জড়িত আছে... রামায়ন যেটা রবীন্দ্রনাথ বলছেন, রামায়ন মহাভারতের কথা বলে বলছেন যে এটাকে গ্রহণ না করতে পারলে প্রকৃত ভারতীয় হওয়া যায় না। এটা কিন্তু বাঙালি ভারতবাসী হিসাবে গ্রহণ করছে এখন।

রামের নাম উচ্চারণ করতে বাঙালির যে একটা আধো আধো লজ্জাবোধ ছিল, যেটা মার্কসবাদীরা ও নেহেরুভিয়ান চিন্তাভাবনা করে দিয়ে দিয়েছিল- সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে বাঙালী। মোহপাশ মুক্ত হচ্ছে।

প্রশ্ন: স্বাধীনতার এত বছর পর, বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য প্রথম কোন সরকার একটা সদিচ্ছা দেখালো এবং সিএএ পাশ হল। এ বিষয়ে আপনার কী মনে হয়?

উত্তর: সিএএ। একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার ঘটেছে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা যে বাতিল করা হল আমাদের সংবিধানের আর সিএএ, এ দুটো একই রকম ভাবে দারুণ ঐতিহাসিক ব্যাপার এবং রুলসটা তৈরী করে যদি খুব তাড়াতাড়ি চালু করা যায় তাহলে এর প্রভাব পড়বে সাংঘাতিক রকম ভাবে। কিন্তু এটা বোঝানোর প্রয়োজন আছে মানুষের কাছে। কারণ প্রতিপক্ষ যারা বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস বোঝাচ্ছে মুসলমানদের ক্ষতি হয়ে যাবে, ক্ষতি হবে তৃণমূলের মুসলমানদের নয়। কারণ এতগুলো মানুষ উপকৃত হবে... বাইরে থেকে যারা আসবে বাঙালিরা মানে হিন্দু বাঙালিরা সেটা তৃণমূল সহ্য করতে পারছে না।

প্রশ্ন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাপ্পা, সন্ত্রাস, গণনায় গরমিল ... এগুলো কীভাবে রোখা যাবে বলে আপনি মনে করেন।

উত্তর: ১৯৭২ সাল থেকে আমি ভোটে প্রিসাইডিং অফিসারের কাজ করেছি। ওই সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম এইসব বিষয়গুলো শুরু হয়েছিল। এর প্রতিরোধ কিন্তু তেমনভাবে এতদিন হয়নি। সাহস ছিলনা। এবার আমার মনে হয়েছে, অনেকের সাথে কথা বলে এবং পরিস্থিতি দেখে সেই সাহসটা সঞ্চয় করেছে এবং সেটা করতে হবে।

গণনা যেখানে হবে তার ভেতরেই কিন্তু নির্বাচন কমিশনকে, প্রিসাইডিং অফিসারের উপরেও কাউকে রাখতে হবে যাতে ওখানে যদি কাউকে বের করে দেয় শাসকদল, বিজেপি এজেন্টকে বা বিরোধী দলের এজেন্টকে, তখন তিনি যাতে সেটা প্রতিহত করতে পারেন।

তবে আমার মনে হয় যে, এবারে তৃণমূল কংগ্রেসের ছেলেদের, তথাকথিত গুণ্ডাদের মনোবলটা ক্রমশ ভেঙে যেতে থাকবে। এটা এবার শুরু হয়েছে। এবং এ প্রসঙ্গে বলি যে এর ফলে কিন্তু যদি তৃণমূলের ৫-৮টি সিটও কমে যায়, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার তার মেয়াদ শেষ করতে পারবে না। ২৪ সালেই চলে যাবে।

ফেক নিউজ

মাথামোটা জুবেরের মিথ্যাপ্রচার

ফিউচার গেমিং অ্যান্ড হোটেল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড নামে কোম্পানি ভারতের অন্যতম বড় লটারি চেনের মালিক। শেষ পাঁচ বছরে ইলেক্টরাল বন্ডে ১৩৬৮ কোটি টাকা দিয়েছে এই কোম্পানি, দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি। এত দূর পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু এরপর মহম্মদ জুবেরের দাবি এই টাকা নাকি ঢুকেছে বিজেপির খাতায়।

আসল খবর

সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া তথ্য বলছে ফিউচার গেমিং এন্ড হোটেল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের ডোনেট করা ১৩৬৮ কোটির মধ্যে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই পেয়েছে ৫৪২ কোটি! এছাড়াও তৃণমূলের জোট সঙ্গী তামিলনাড়ুর ডিএমকে পেয়েছে ৫০৩ কোটি। অর্থাৎ কেন্দ্রে ক্ষমতায় না থাকা এবং শুধুমাত্র একটি করে রাজ্যের শাসনক্ষমতা দখলে রাখা দুই অভিন্নহৃদয় রাজনৈতিক দল এই কোম্পানির থেকে ৭৬ শতাংশ বেশি ডোনেশন পেয়েছে।

ঢপবাজ জুবের

মহম্মদ জুবের এবং তাঁর সনাতন বিরোধী গ্যাং শেষ কয়েকদিনে হাজার হাজার ফেক নিউজ ছড়িয়েছে হিন্দু এবং কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপির বিরুদ্ধে। তাঁরা দাবি করেছিল যশোদা হসপিটালের হেডকোয়ার্টার উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে। তাঁদের আরো দাবী, এই হসপিটাল যে ১৬২ কোটি টাকা ইলেক্টরাল বন্ডে দিয়েছে তা গেছে ভারতীয় জনতা পার্টির খাতায়।

আসল খবর

সত্যিটা হল যশোদা হসপিটাল হায়দ্রাবাদে অবস্থিত। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ১৬২ কোটি টাকা ইলেক্টরাল বন্ড দিয়েছে ঠিকই কিন্তু তা অধিকাংশই গেছে তেলেঙ্গানার ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি (৯৪ কোটি) এবং কংগ্রেসের (৬৪ কোটি) কাছে।

কেজরির সাইকেল!

বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে তৃণমূলের পর সবথেকে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দল আম আদমি পার্টিও ইলেক্টরাল বন্ড নিয়ে মিথ্যা খবর ছড়াতে শুরু করেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি তদন্তকারী সংস্থা ইডি তল্লাশি চালানোর পরই নাকি অ্যাভন সাইকেল প্রচুর পরিমাণে টাকা ইলেক্টরাল বন্ডের মাধ্যমে দেয় বিজেপিকে।

আসল খবর

বাস্তব সত্য হল এখনও পর্যন্ত এই অ্যাভন সাইকেল শুধু এবং শুধুমাত্র আম আদমি পার্টিকে টাকা দিয়েছে ইলেক্টরাল বন্ডের মাধ্যমে।

রাম মন্দির নিয়ে বাম-কংগ্রেসের মিথ্যার ঝুরি ভাজা

রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেক নিউজ কম ছড়ানো হয়নি। প্রথমে বিরোধীদের রাম মন্দিরকে দলিত বিরোধী দেখানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে প্রচার করে পরে ঢোঁক গিলতে বাধ্য হয়। অবশ্য এতে তাঁরা থেমে থাকেনি। কংগ্রেসের প্রিয়াঙ্কা দেশমুখ, বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতেন রাম মাঁঝির একটা ছবি পোস্ট করে দাবি করে দলিতদের নাকি রেলিংয়ের আগেই আটকে দেওয়া হচ্ছে রামমন্দিরে।

আসল খবর

একটা সময় পর্যন্ত সামনে থেকে ভগবান শ্রী রামের বাল্য মূর্তি দেখার সুযোগ হলেও নিরাপত্তা এবং ভিড়ের কারণে বর্তমানে কোন ভিআইপিকেও মূর্তির একেবারে সামনে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এখানে দলিত বা উচ্চ বর্ণ নিয়ে কোন ভাগ নেই। প্রমোদ সাবন্ত এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মত

মারাঠা এবং ক্ষত্রিয়কেও রেলিংয়ের আগে থেকেই রামলালা দর্শন করতে হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিখ্যাত ক্রিকেটার জন্টি রোডস, কেশব মহারাজ সমেত আইপিএলের একটা গোটা দলকেও রেলিংয়ের আগে থেকেই দর্শন সারতে হয়েছে। সব থেকে বড় কথা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও সাম্প্রতিক সময়ে রেলিংয়ের উল্টো দিক থেকেই দেবতার দর্শন করেছেন।

অন্ধ আল জাজিরা

রাষ্ট্র হিসাবে ভারত যতই প্রগতি করছে ততই তার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠছে ফেক নিউজের ফ্যাক্টরিগুলি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই তালিকায় সামিল হয়েছে আল জাজিরার মত বিখ্যাত আন্তর্জাতিক মিডিয়া হাউস যারা ক্রমাগত প্রচার করে চলেছে সিএএ একটি মুসলিম বিরোধী আইন এবং তা ভারতীয় মুসলিমদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেবে।

আসল খবর

আদতে সিএএ কোন ধর্মেরই বিপক্ষে নয় এবং এটি নাগরিকত্ব দেবার আইন, কেড়ে নেওয়ার নয়।

টাইমস এক্সপ্রেসের প্রোপাগান্ডা

রাষ্ট্র ভারত এবং বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যে খবরের প্রোপাগান্ডা চালানোর এই তালিকায় দীর্ঘদিন ধরে সামিল হয়ে আছে হাজার হাজার ইউ টিউব চ্যানেল। অস্বীকার করার উপায় নেই কিছু মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এরা সক্ষম হচ্ছে। যেমন টাইমস এক্সপ্রেস নামের ইউটিউব চ্যানেল যাদের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা প্রায় সাতাশ লাখ। এরা ক্রমাগত প্রচার করে চলেছিল যে মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে ইভিএম মেশিনে বড়সড় দুর্নীতি ধরা পড়েছে এবং তার ফলে এই দুই রাজ্যে আবার নির্বাচন হবে।

আসল খবর

আশ্চর্যের কথা হল এরকম ভিডিও দেখেছে কোটি কোটি মানুষ। তাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করেছে এই মিথ্যে কথাগুলো। সত্যি বলতে কি দশকের পর দশক নির্বাচন হয়ে গেলেও কোটি কোটি ইভিএমের মধ্যে একটিতেও আজ অব্দি দুর্নীতির কনা মাত্র বের করা যায়নি। তাছাড়া মধ্যপ্রদেশ বা রাজস্থানে পুনঃনির্বাচনের খবর কংগ্রেসের মতো বিরোধীদল স্বপ্নেও দেখতে পারে না।

প্রসূন ব্যানার্জির উসকানি

হাওড়া লোকসভার তৃণমূলের প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি দাবি করেছেন এই এলাকায় মুসলিমরা হিন্দুদের অনেক আগে থেকে আছে। তাঁর দাবি হিন্দুরা ৩০০-৪০০ বছর আগে এলেও মুসলিমরা আছে ৮০০ বছর ধরে।

আসল খবর

অবাক করা এই মিথ্যে দাবির বিপক্ষে বিশেষ তথ্য খোঁজার প্রয়োজন নেই কারণ ওই লোকসভা কেন্দ্রেরই অন্তর্গত বেশ কিছু মন্দির ১২০০-১৪০০ বছর এমনকি তার থেকেও বেশি পুরানো। তৃণমূলের প্রার্থী হিন্দুদের নিয়ে ফেক খবর ছড়ানোর চেষ্টা করলেও সম্ভবত তাঁর জানা নেই ভারতে সনাতনের বয়স কমপক্ষে পাঁচ হাজার বছর।

লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গ
বিজেপির ২ ও ৩ নং প্রার্থী তালিকা

প্রার্থীর নাম	লোকসভা কেন্দ্র
তাপস রায়	(উত্তর কলকাতা)
শীলভদ্র দত্ত	(দমদম)
অর্জুন সিংহ	(ব্যারাকপুর)
দিলীপ ঘোষ	(বর্ধমান দুর্গাপুর)
অসীম সরকার	(বর্ধমান পূর্ব)
অগ্নিমিত্রা পাল	(মেদিনীপুর)
কার্তিক পাল	(রায়গঞ্জ)
কবীর শঙ্কর বোস	(শ্রীরামপুর)
অরূপ কান্তি দিগার	(আরামবাগ)
রেখা পাত্র	(বসিরহাট)
অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়	(তমলুক)
স্বপন মজুমদার	(বারাসাত)
অমৃতা রায়	(কৃষ্ণনগর)
জয়ন্ত রায়	(জলপাইগুড়ি)
রাজু বিস্তা	(দার্জিলিং
ধনজয় ঘোষ	(জঙ্গিপুর)
অশোক পুরকায়েত	(মথুরাপুর)
উদয় অরুন পাল চৌধুরী	(উলুবেড়িয়া)
দেবশ্রী চৌধুরী	(দক্ষিণ কলকাতা)
প্রণত টুডু	(ঝাড়গ্রাম)
দেবাশিস ধর	(বীরভূম)

বিধানসভা উপনির্বাচনে রাজ্য বিজেপির প্রার্থী

প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র
সজল ঘোষ	(বরানগর)
ভাস্কর সরকার	(ভগবানগোলা)

/BJP4Bengal bjpbengal.org

শ্রদ্ধেয় নেতা লালকৃষ্ণ আডবানিজির বাসভবনে গিয়ে, তাঁর হাতে 'ভারতরত্ন' তুলে দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সঙ্গে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতের উপরাষ্ট্রপতি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নায়ডু।

নয়াদিল্লিতে ভারত মন্ডপমে স্টার্ট-আপ মহাকুম্ভ উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্তমানে ৪৫ শতাংশেরও বেশি স্টার্ট-আপ চালাচ্ছে দেশের মহিলারা। দেশে তৈরি হয়েছে ১.২৫ লাখের বেশী স্টার্ট-আপ। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম এখন ভারতে।

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক টী.সি. দত্ত মার্চেন্টস প্রা.লি., কলকাতা - ৭০০ ০২৫ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।